পল্লী-মঙ্গল সমিতির—

আকস্মিক—

বিপদ-আপদ চিকিৎসা

ইহাতে বাজে কথা না বলিয়া যে টুকু
কাজের সময় কাজে লাগিবে তাহাই
মাত্র বলা হইয়াছে।

তৃতীয় সংস্করণ

মূল্য—আট আনা মাত্র]

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রকাশক—
শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়
২।১ নং ঠাকুরদাস পালিতের লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ—চৈত্র ১৩৩২।
দ্বিতীয় সংস্করণ—চৈত্র ১৩৩৩
তৃতীয় সংস্করণ—ভাদ্র ১৩৩৮।
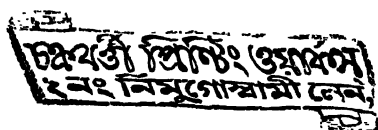
নিবেদন।

বিপদের সময় কি ভাবে কি কি করিলে আশু প্রাণরক্ষা হয়,—তাহা জানিয়া রাখা সকলেরই কর্ত্তব্য। কারণ ঘর-সংসার করিতে গেলে বিপদাপদ ত আছেই আছে।

হঠাৎ বিপদ দুই কারণে ঘটিতে পারে—রোগের দরুণ এবং দৈব দুর্ঘটনায়। এ গ্রন্থে রোগ ও দৈব-দুর্ঘটনা দু'টী বিষয়ই যথাক্রমে আলোচিত হইয়াছে।

গ্রন্থও বহুবিধ, কৌশলও বহুবিধ এবং নানা মুনির মতও নানা রকম। এ গ্রন্থে সে সকল পণ্ডিতি তর্ক বাদ দিয়া যাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে কাজে আসে এমন ভাবে দরকারী কথাগুলি বলা হইয়াছে। এখন ইহা দ্বারা গৃহস্থগণের কিছু উপকার হইলেই শ্রম সার্থক হয়। নিবেদনমিতি—

চৈত্র,
১৩৩২ সাল

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

হিক্কা

রক্তপাতে বা রক্তস্রাবে কি করিতে হয়

যক্ষ্মার রক্তে ও রক্ত-পিত্তের রক্তে কি তফাৎ ৩৮

রক্ত প্রস্রাব

রক্ত ভেদ

মেয়েদের রক্তস্রাব

কাটার রক্ত বন্ধ

ভাঙ্গা কিম্বা মচকান

ব্যাণ্ডেজ

বহন প্রণালী

নাকে কানে গলায় কিছু প্রবেশ করিলে

জলে ডুবিলে

আগুনে পোড়া

আঘাত

রক্তপাতে

মূর্চ্ছা

বিষ

অন্যান্য দংশন

নেশায় বিপদ

আকস্মিক—
বিপদ-আপদ চিকিৎসা

যে সব বিপদে হঠাৎ প্রাণহানি বা অঙ্গহানি হইতে পারে তাহাই আকস্মিক বিপদ।

বিপদের সময় অনেকক্ষেত্রে তখনি তখনি চিকিৎকের সাহায্য পাওয়া যায় না, আবার অনেক সময়ই চিকিৎসক ডাকিবার সময়ও থাকে না, সুতরাং বিপদ সময়ে কি করিতে হয় বা না হয় তাহা প্রতি গৃহস্থের নিজে নিজে জানিয়া রাখা খুবই প্রয়োজন। তবেই রোগীর জীবন রক্ষা হয়।

বিপদ-আপদ আকস্মিক কারণেও হয়, রোগেও হয়। হঠাৎ বিপদ—সর্দ্দিগর্ম্মি, মৃগী প্রভৃতি রোগেও হইতে পারে, আবার জলে ডোবা, আগুনে পোড়া, লাঠির আঘাতে মাথায় আঘাত লাগা প্রভৃতি দুর্ঘটনাতেও ঘটিতে পারে, সুতরাং রোগ ও দৈব দুর্ঘটনা

দু'কারণেই বিপদ হওয়া সম্ভব। অতএব এ দু'কারণেরই প্রতিকার জানা আবশ্যক।

যে সব আকস্মিক রোগে হঠাৎ জ্ঞান লোপ পায় সেগুলির আশু প্রতিকার করা সর্ব্বাগ্রে দরকার। এ কারণ প্রথমে মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, মৃগী, সন্ন্যাস প্রভৃতি রোগের ফিটের সময় কি করিতে হয় বলিয়া, পরে সাধারণ অসাধারণ সমস্ত ঘটনারই আশু প্রতিকারের ব্যবস্থার কথা এক এক করিয়া বলা হইল।

বর্ত্তমানে দেশে হিষ্টিরিয়া রোগ খুবই সাধারণ, সুতরাং প্রথমেই হিষ্টিরিয়ার কথা বলিতেছি—

হিষ্টিরিয়া—Hysteria

স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই এ রোগ হইতে পারে, তবে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের বিশেষতঃ অল্পবয়স্কা যুবতীদেরই এ রোগ অধিক হয়। অধিক বয়স্কা স্ত্রীলোকদেরও যে ইহা না হয় এমন নহে, তবে তাহাদের সংখ্যা কম। যে কোন কারণেই হউক স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ঘটাই হিষ্টিরিয়া রোগ হইবার কারণ।

হিষ্টিরিয়ার ফিট আরম্ভ হইলে—রোগী অচৈতন্য হইয়া পড়ে (তবে মৃগীতে যেমন সম্পূর্ণভাবে জ্ঞান বিলুপ্ত হয়—এ রোগে তাহা হয় না—ভিতরে একটু জ্ঞান থাকেই থাকে)

লক্ষণ। ঘাড়, হাত, পা, আঙ্গুল বাঁকিয়া যায়,—দাঁত লাগে এবং আক্ষেপের জোরে সমস্ত শরীরটাই যেন চেড়ে চেড়ে উঠতে থাকে। খিঁচুনি (আক্ষেপ) এক এক বার খুব জোরে হয় আবার নরম পড়ে—এইরূপ দমকে দমকে হ'তে থাকে (মৃগীর খিঁচুনি অবিচ্ছেদ হয়—মৃগীর সঙ্গে এইটুকু বিশেষ তফাৎ) আক্রমণ অবস্থায় অধিকাংশ সময়েই রোগী গোঁ গোঁ করতে থাকে। কোন কোন রোগী হাসে, কাঁদে, চিৎকার করে, হাত, পা

ছোড়ে—পাড়াগাঁয়ের লোকে "ভূতে পাওয়া" বলে, কিন্তু সেটা ভুল, প্রকৃত পক্ষে ইহা হিষ্টিরিয়ার কাজ।

আক্রমণ অবস্থা কখনও বা ২।৫ মিনিট থাকে, আবার চাই কি ২।১০ ঘণ্টাও থাকিতে পারে। একই দিনে উপর্য্যুপরি অনেকবার—এমন কি ১৫।২০ বারও আক্রমণ হইতে পারে। আবার হয়ত দু'দশ মাস কিছুই হয় না, পরে হঠাৎ একদিন আবার আক্রমণ হয়—এমনও হয়।

ফিট্ হ'লে—দেবার সুবিধা পেলে রুমালে বা কাপড়ে একটা গিঁট বেধে রোগীর দাঁতের মধ্যে দাও—যেন জিবটা না কামড়াইতে পারে। চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ছিটা দাও। বাতাস কর। মাথায় বালিস দিবার দরকার নাই। গোল মরিচ একটা পিন বা ছুচের ডগে বিঁধিয়া আগুনে পোড়াইলে ধোঁয়া বাহির হবে, ঐ ধোঁয়া নাকে ধর, (যেন নিশ্বাসের সঙ্গে ভিতরে যেতে পারে)—তৎক্ষণাৎ চেতনা হবে। ঐ ভাবে কাগজের ধোঁয়াতেও উপকার হয়, Smelling Saltএর শিশিতেও কাজ হবে। Smelling Saltএর শিশিটা এককালীন ১০।১৫ সেকেণ্ডের বেশী নাকের কাছে রেখ না। একবার দেওয়ার পর ৫।১০ সেকেণ্ড পরে আবার দিতে পার—এক সঙ্গে বেশীক্ষণ রাখ্‌লে নিশ্বাস লইবার বাধা হইবে।

ফিট্ হইলে কি করিতে হয়।

দাঁত লাগিয়াছে ব'লে দাঁত খুলিবার জন্য তাড়াতাড়ি করো না—জোর করে যাঁতি প্রভৃতি দিয়ে দাঁত খুলিতে যেও না, আক্ষেপ (অর্থাৎ খেঁচুনী) কম পড়্‌লে আপনি দাঁত খুলে যাবে।

আক্ষেপের সময় হাত, পা বেঁকে যায় বলে জোর করে ঠেসে ধর্‌বার দরকার নাই—তাতে রোগীর কষ্ট বাড়বে মাত্র। হাত পা ছুঁড়ে রোগী যেন নিজেকে নিজে আহত না কর্‌তে পারে, এই বিষয়ে সাবধান হ'লেই যথেষ্ট।—মোটের উপর কথা এই যে,—দাঁত খুল্‌তেই হউক, হাত, পা সোজা কর্‌বার জন্যই হউক, আর যে জন্যই হউক, বেশী বেশী জোর প্রয়োগ করা হ'বে না,—করা উচিত নয়, কর্‌লে রোগীর কষ্ট বাড়িয়ে দেওয়া হবে—এইটুকু মনে রেখো।

বুকে কিংবা পিঠের শিরদাঁড়ায় জোর দিয়ে সোজা কর্‌তে যেও না—হঠাৎ বেশী জোর লাগ্‌লে রোগীর সমূহ অনিষ্ট হবে।

ফিটের সময় আক্ষেপ না কম্‌লে কোন ঔষধ পত্র খাওয়াবার চেষ্টা করো না,—সে সময় গিল্‌তে পার্‌বে না, বরং তাতে দম আটকাইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা।

হিষ্টিরিয়ার কোন ভাল ঔষধ এখনও জানা যায় নাই। তবে ফিটের সময় ফিট্ ছাড়াবার পক্ষে—নাকে গোল মরিচের ধোঁয়া ও চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ছাট দেওয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। কি করে এ সব দিতে হয়, তা' বলছি—

গোল মরিচের ধোঁয়া—ছুঁচ, মেয়েদের মাথার কাঁটা, বা পিনের ডগে একটা গোল মরিচ বিঁধিয়া, দেশলাই জ্বালাইয়া দাও, বেশ জ্বলিয়া উঠিলে নিবাইয়া দাও, খুব ধোঁয়া বাহির হইতে থাকিবে—এইবার ঐ ধোঁয়াটা রোগীর নাকের এত নিকটে ধর যেন নিশ্বাসের সঙ্গে ঐ ধোঁয়াটা ভিতরে যেতে পারে। ১০।১৫ সেকেণ্ডের মধ্যেই দেখিবে রোগীর চেতনা হইবে।

কাগজ পোড়ার ধোঁয়া অথবা পালক পোড়ার ধোঁয়া অথবা আতার পাতার রস নাকের মধ্যে দিলেও উপকার হইবে।

চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ছাট দিবার প্রক্রিয়া—নিজের হাতটা বেশ করিয়া ধোও—যেন কোনরূপ ময়লা-মাটী না থাকে। একটা বাটী বা গেলাসে ঠাণ্ডা জল নাও। ডান হাতের আঙ্গুলগুলি জলে ডুবাও, বাম হাতে করিয়া রোগীর চোখের পাতা ফাঁক করিয়া ধর—এইবার ডান হাতের আঙ্গুল দ্বারা, একটু দূর হইতে, যে ভাবে চন্দনের ছিটা দেয় ঠিক সেই ভাবে, চক্ষের ভিতর ঐ জলের ছিটা দাও। বেশী জল লইতে হইবে না, আঙ্গুলে যে জল ঝরিতেছে তাহাতেই হইবে। দু' পাঁচ বার দিলেই দেখিবে রোগীর চেতনা হইবে।

অনেক সময় দেখা যায়, বিজ্ঞব্যক্তিরাও—হাতের তালুতে জল লইয়া দূর হইতে সজোরে রোগীর চক্ষে ঝাপটা দেন। ইহা ভুল প্রক্রিয়া—ইহাতে রোগীর চোখে চোট লাগিবার সম্ভাবনা এবং তা' ছাড়া ভাল ভাবে দেওয়াও যায় না। উপরে যে প্রক্রিয়া বলিলাম—তাহাতে দেখিবে খুব শীঘ্র ফল হইবে। এবং কোন অনিষ্টও হইবে না।

চোখে ঝাপটা দিবে না—ছিটা দিবে।

চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ছিটা এবং নাকে গোল মরিচের ধোঁয়া দিলে অতি শীঘ্র উপকার হইবে—ইহা নিঃসন্দেহ। এ বিষয়ে ইহা অপেক্ষা ভাল ব্যবস্থা আর কিছু হইতে পারে না। হিষ্টিরিয়ার কোন ভাল ঔষধ এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। যে কোনরূপে মনের জোর বাড়ানই এ রোগের ঔষধ এইমাত্র।

হিষ্টিরিয়ার সঙ্গে মৃগী রোগের ভুল হ'তে পারে,
সুতরাং এইবার মৃগীর কথা বলিব—

মৃগী—Epilepsy

মৃগীতে—হঠাৎ অচৈতন্য হইয়া খেঁচুনি অর্থাৎ ফিট্ (Fit) আরম্ভ হয়। বেশ সুস্থ মানুষ কোথাও কিছু নাই হঠাৎ চিৎকার করিয়া সঙ্গে সঙ্গে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গিয়া খিঁচুনি আরম্ভ হইল—এ রকম প্রায়ই হয়। মৃগীর প্রকৃতিই এই। ঘুমন্ত অবস্থাতেও মৃগীর আক্ষেপ হয়।

রোগের সময়, রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান হ'য়ে যায়। সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে থাকে, ঘাড়, মুখ, হাত, পা, আঙ্গুল বাঁকিয়া যায়। মুখ প্রথমটা ফ্যাকাসে হয় পরে লাল হইয়া উঠে। মুখ দিয়া ফেনা ভাঙ্গে ও লাল পড়ে। দমে দমে নিশ্বাস ফেলে—নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয়। চক্ষের পাতা বুজিয়া যায়,—ভিতরে শিবনেত্রের অবস্থা হয় অর্থাৎ চক্ষু খুলিয়া দেখিলে মণিটা স্থির এবং উপর দিকে ঠেলে উঠেছে - এইরূপ দেখা যায়। হাত পায়ের অবিচ্ছেদ খেঁচুনী থাকে। কখন কখন রোগের ধমকে অসাড়ে মল মূত্র পর্য্যন্তও বাহির হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় রোগী ৫।৭ মিনিটও থাকৃতে পারে; আবার ২।১ ঘণ্টাও থাকৃতে

রোগেয় প্রকৃতি।

পারে ; যত বেশী সময় থাকে, রোগ তত বদ্ধমূল হইয়াছে বলিয়া বুঝতে হ'বে।

খেঁচুনীর তেজ কম পড়া এবং চক্ষের মণির স্থিরভাব গিয়ে এদিক ওদিক সঞ্চালন আরম্ভ হওয়াই,—রোগ কমে আসার লক্ষণ জানিবে।

ফিট্ গেলে—রোগী ঘুমাইয়া পড়ে, ঘুম ভাঙ্গিলে সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরে আসে। [কখন কখন কিছুক্ষণ পরে রোগীর আবার আক্রমণ হয়। যাদের উপর্য্যুপরি দু'বার আক্রমণ হয়, তাদেরই ভয় বেশী।]

ফিট্ হ'লে—জামা খুলে দাও, কাপড়-চোপড় আল্গা করে দাও। রুমালে বা কাপড়ের খুঁটে একটা আল্গা গিঁট বাঁধিয়া রোগীর দাঁতের মধ্যে দাও—যেন জিভটা না কামড়াইতে পারে। হাত পা আছড়াইতে থাক্‌লে ধরে রাখ—খুব জোর দিয়ে ঠেসে ধর্‌বার দরকার নাই ; তাতে কেবল কষ্ট বাড়বে—কেবল লক্ষ্য রাখ্‌তে হয় যেন হাত পা ছুঁড়ে নিজে নিজে আঘাত না পায়—এইটুকুই যথেষ্ট।

মৃগীর অবস্থায় কি করিতে হয়।

মাথাটা একটু উঁচু করে রাখ ; চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দাও ; ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা সব রকম মূর্চ্ছা রোগেরই উত্তম প্রতিকার। চামড়ার গন্ধ নাকে গেলে খুব শীঘ্র মৃগীর চেতনা হয়—পায়রার পালক, হাঁসের পাখা, পেনের কলম যা পাও তাই পোড়াইয়া তার ধোঁয়া নাকে দাও। কিছু না পাও জুতা শোঁকাও

তাতেই কাজ চলিবে। ছুঁচ বা আলপিনের ডগে গোলমরিচ বিঁধিয়া দেশালাই ধরাইয়া দাও—জ্বলিয়া উঠিলে নিবাইয়া দাও খুব ধোঁয়া বাহির হইতে থাকিবে—ঐ ধোঁয়া নাকে ধর—এতেই চেতনা হবে।—ইহাই মৃগী রোগীর ফিট্ হ'লে কর্‌বার কাজ।

চেতন হওয়ার পর—রোগীর ভ্যাবাচ্যাকা লাগার মত ভাব হয়, তার পরক্ষণেই ঘুমাইয়া পড়ে। ঘুম হওয়াই খুব দরকার, রোগী ঘুমাইয়া পড়িলে ডাকিও না। খুব ঘুমুতে দাও—ঘুম ভাঙ্গবার পর রোগীর সহজ অবস্থা ফিরে আসিবে। মৃগী রোগীকে মদ ভাং প্রভৃতি কোন প্রকার কিছু দিও না। ফিটের সময় মুখ দিয়া জল বা অন্য কিছু খাওয়াতে চেষ্টা করো না। সে সময় গিল্‌তে পার্‌বে না এবং তাতে দম আটকাইয়া যাবারও ভয় আছে। ঘুম ভাঙ্গার পর মিছ্‌রি ও গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়া এক বাটী গরম দুধ খাওয়াইয়া দিলেই দুর্ব্বলতা কম হবে।

মৃগী রোগ যাহাতে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় এমন কোন অব্যর্থ ঔষধ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। (অন্ততঃ আমরা পাই নাই). তবে নিম্নে গুটিকতক টোট্‌কা ব্যবস্থার কথা বল্‌ছি—সেগুলিতে অনেকেরই উপকার হ'য়েছে। এগুলি ব্যবহার করে দেখলে ক্ষতি নাই এবং ব্যবহার করাও সহজ।

মৃগী রোগাক্রান্ত রোগীর—বাহুতে ভেড়ার দাঁত বাঁধিয়া রাখিলে উপকার হয়। ইন্দুরের উপরকার ঠোঁঠ গলায় ঝুলাইয়া রাখা মৃগী ও তড়কা দু'টার পক্ষেই ফলপ্রদ। গলায় জায়ফলের বীজ ঝুলাইয়া রাখাও—ইহার প্রতিষেধক।

মৃগীর ঔষধ—সমান ভাগ গোল মরিচ এবং টাট্কা আকন্দ ফুল উত্তমরূপে মিশাইয়া আধ আনা ওজনের বটী পাকাও। সকালে একটী বড়ি জলের সহিত খাও, এতে খুব উপকার পাবে।

আর একটী ঔষধের কথা বল্‌ছি, এইটী খুব ভাল—লাল রংয়ের পদ্মের মূল ও হিঙ্গুল সমভাগে মিশাইয়া খুব মর্দ্দন করিয়া ন্যাকড়ার উপর মাখাইয়া ন্যাকড়া খানিকে সলিতার মতন পাকাইয়া পরে ঐ সলিতায় টাট্কা গব্য ঘৃত মাখাইয়া অগ্নিতে ঈষৎ উত্তপ্ত করিয়া দু'নাকে সলিতা দু'টী যত দূর যায় ততদূর পর্য্যন্ত ঠেলিয়া প্রবেশ করাইয়া রাখিবে।

৪।৫ ঘণ্টা ঐরূপ রাখিলে ঐ বাতিতে মৃগীর পোকা বাহির হইয়া কামড়াইয়া ধরিবে। এখন আস্তে আস্তে বাতি দু'টী টানিয়া বাহির করিয়া ফেল।—এ প্রক্রিয়াটী আয়ুর্ব্বেদে প্রচারিত হইয়াছিল।

প্রথম প্রথম নাকের ভিতর বেশীদূর যাবে না, হাঁচি হইয়া বাহির হইয়া যাবে। দু'চার দিন দিতে দিতেই বেশীদূর যাইবে এবং বেশী সময় রাখিতেও পারিবে।]

মৃগী ও হিষ্টিরিয়ার পার্থক্য

'মৃগীর সঙ্গে হিষ্টিরিয়ার ভুল হয়। রোগ ঠিক করিতে না পারিলে—তদ্বিরেরও ভুল হয়। সুতরাং এ দুইটীর তফাৎ কি কি, তাহা জানা বিশেষ দরকার।

মৃগী ও হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ।

মৃগীতে—	হিষ্টিরিয়ায়—
জ্ঞান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়।	জ্ঞান আংশিক যায় আংশিক থাকে।
” ফেনা ভাঙ্গে ও লাল পড়ে,	” ফেনা ভাঙ্গে না।
” অবিচ্ছেদ খিঁচুনী হয়।	” অবিচ্ছেদ হয় না, একবার হয় এক বার যায়—এইরূপ দমকে দমকে হয়।
” ফিটের পরই রোগী গভীর ভাবে ঘুমাইয়া পড়ে।	” জ্ঞান হওয়ার পর আর রোগীর ঘুমাইবার চেষ্টা থাকে না।

একটু যত্ন করিয়া—এই পার্থক্য কয়টী মনে রাখিতে পারিবে। মৃগীর ও হিষ্টিরিয়ার তফাৎ বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

মৃগীর কারণ—পিতা মাতার এ রোগ থাকিলে সন্তানে বর্ত্তে, ভয়, ক্রোধ, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি হইতেও ইহার উদ্ভব হয়। অন্ত্রে বড় কৃমি থাকাও ইহার উত্তেজক কারণ। খোষ পাচড়া প্রভৃতি চর্ম্মরোগ তীব্র ঔষধ দ্বারা হঠাৎ লুপ্ত করাইলে অথবা অর্শ কিম্বা মেয়েদের মাসিক স্রাব হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেলে—মৃগী আরম্ভ হইতে পারে। অতিরিক্ত স্ত্রী সংসর্গ, অস্বাভাবিক রেতঃপাত—এবং অত্যধিক মদ্যপান প্রভৃতি কারণেও মৃগীর উৎপত্তি হয়।

শীত প্রধান দেশ অপেক্ষা গ্রীষ্ম প্রধান দেশেই ইহা বেশী সাধারণ।—মৃগী রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, যাহাতে শরীর ঠাণ্ডা থাকে তাহাই করিবেন। মদ্যপান প্রভৃতি অত্যাচার দ্বারা শরীর গরম হইলেই মৃগীর পৌনপুনিক আক্রমণের আশঙ্কা বেশী হইবে।

আমাদের দেশের আর এক সাধারণ বিপদ—

সর্দ্দিগর্ম্মি—Sun Stroke

কারণ

চৈত্র বৈশাখের দুরন্ত খর রৌদ্র মাথায় লাগায় অথবা ইঞ্জিন ঘর প্রভৃতি গরম জায়গায় অনেকক্ষণ থাকিলে—সর্দ্দিগর্ম্মি হ'তে পারে। পশ্চিম প্রদেশে গ্রীষ্মের সময় 'লু' নামে একরূপ গরম হাওয়া বয়, ঐ হাওয়া খোলা গায়ে লাগিলেও সর্দ্দিগর্ম্মি হয়। পশ্চিমে 'লু' লাগা—সর্দ্দিগর্ম্মিরই নামান্তর।

লক্ষণ

সর্দ্দিগর্ম্মি আরম্ভ হইলে—তৃষ্ণা, দাহ, কাঠবমি আরম্ভ হয়। মুখ চোক .লাল হইয়া উঠে, নাড়ি অস্থির ও দ্রুত চলে। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ে, গায়ের উত্তাপ বাড়ে, শেষে ক্রমশঃ রোগী অবসন্ন হইয়া অজ্ঞান হয়। এই অবস্থায় নাড়ী ছাড়িয়া যায়। রোগী জ্ঞান লুপ্ত হইলে অবস্থা আশঙ্কাজনক বলিয়া মনে করিবে।

প্রতিকার—ঘরের ভিতর ঠাণ্ডা জায়গায় শোয়াইবে। যদি মাঠে হয়,—সেখানে অন্ততঃ ছায়াযুক্ত গাছতলায় শোয়াইবে। জামা খুলিয়া ফেল—কোমরের কাপড় খুলিয়া দাও। একটু উঁচু বালিসে, অভাবে কাপড়ের পুটলি করিয়াও মাথাটি রাখ। জোরে জোরে বাতাস কর।

মাথায় মুখে বারংবার ঠাণ্ডা জল দাও। ঠাণ্ডা জলদ্বারা তোয়ালে, গামছা, কাপড় ভিজাইয়া, শিরদাঁড়ায় (মেরুদণ্ডে) কানের দু' পাশে, কোষে নিয়ত রাখ। জল যত ঠাণ্ডা হয়, ততই ভাল।—বরফ দিতে পারিলে সকলের চেয়ে ভাল হয়। রোগী যদি মূর্চ্ছিত না হইয়া থাকে বারংবার ঠাণ্ডা জল খাইতে দিবে।

কি করিতে হয়

কাঁচা আম পোড়াইয়া তাহার শাসটা সর্ব্বাঙ্গে লেপন করা এবং আম পোড়ার শাঁস জলের সহিত অল্প পরিমাণে মিশাইয়া সেবন করা ইহার খুব ভাল ঔষধ। পশ্চিমে লু'লাগার ইহাই সাধারণ ঔষধ। এই সময় ৮।১০ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইয়া দেওয়া উপকার জনক।

এ অবস্থায় দাস্ত করাইতে পারিলে খুব শীঘ্র উপকার হয়। গুহ্যে ঠাণ্ডা জল বা বরফ জলের পিচকারী দিবে। [কি ভাবে পিচকারী দিতে হয় তাহা পুস্তকের শেষ অংশে বিশদ ভাবে বলিয়াছি] যদি সে সব না যোগাড় হইয়া উঠে—মুক্তাবর্শীর পাতা কিম্বা মোটা ও শক্ত করিয়া পাকান ন্যাকড়ার সলিতা, রেড়ীর তৈলে বেশ চব্‌চবে করিয়া ভিজাইয়া গুহ্যদ্বারের মধ্যে ৫।৬ ইঞ্চি চালাইয়া দিবে। রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়িলে দাস্ত করান চাই-ই চাই—এটুকু মনে রাখিবে। পিচকারী প্রভৃতি দেওয়া কঠিন নয়, তবে যদি নিতান্তই না পার এবং এ সব মুষ্টিযোগে এক আধ ঘণ্টার মধ্যে ফল না হয়, কাজেই চিকিৎসক আনাইতে হইবে। সর্দ্দিগর্ম্মি সহজ নয়—

ইহাতে রোগীর জীবন লইয়া টানাটানি পড়ে—এটুকু বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবে।

সর্দ্দিগর্ম্মি অরোগ্য হওয়ার পরেও রোগীর ২।৫ দিন সামান্য জ্বর ও নিশ্বাস কষ্ট থাকে। সর্দ্দিগর্ম্মি রোগী যেন রোগ আরোগ্যের পরেও ১০।১৫ দিন কাল রৌদ্র না লাগান—লাগাইলে পুনরাক্রমণের ভয় আছে।

পরিণাম

সর্দ্দিগর্ম্মির পরিণাম—পেটের অসুখ (উদরাময় রক্ত আমাশা, পক্ষাঘাত, মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রভৃতি রোগ হইতে পারে। তবে প্রায়ই তা' হয় না। সামান্য উদরাময় হয়—উদরাময় হইলে যেরূপ পথ্যাদি কর্ত্তব্য সেইরূপই করিবেন। এ সময় কাঁচকলা ও গাঁদাল পাতার ঝোল আহার করিবেন, ইহা আহার ঔষধ দুই-ই।

সাবধানতা—মৃগী ও হিষ্টিরিয়াতে যে গোলমরিচের ধোঁয়া প্রভৃতি দেওয়ায় উপকার হয়—সর্দ্দিগর্ম্মিতে সে সব ব্যবস্থা চলিবে না। বাড়াবাড়ি সর্দ্দিগর্ম্মির সঙ্গে সন্ন্যাস (Apoplexy) রোগের ভুল হ'তে পারে। সর্দ্দিগর্ম্মির কথা বলিলাম। এইবার 'সন্ন্যাস' রোগের কথা বলিব।

রৌদ্রের সময় বাহির হইতে হইলে কিম্বা ইঞ্জিন ঘর প্রভৃতি গরম জায়গায় বাধ্য হইয়া কাজ করিতে হইলে—মাথায় ও পেটে যাহাতে গরমটা না লাগে, এমন ব্যবস্থা করিতে হয় এবং সর্ব্বদাই যেন পেটে জল ভর্ত্তি থাকে—এ বিষয়ে সাবধান হইতে হয়। সর্দ্দিগর্ম্মি বা 'লু' লাগার ইহাই—প্রতিষেধক ব্যবস্থা।

পশ্চিম প্রদেশে গরম বেশী, সর্দ্দিগর্ম্মির ভয়ও বেশী—এই হেতু তাহারা গ্রীষ্মকালে জল খাবার লোটা ও ইন্দারা হইতে জল তুলিবার জন্য একগাছি রশী সঙ্গে না লইয়া আদৌ দ্বিপ্রহর রৌদ্রে বাহির হয় না।

সন্ন্যাস—Apoplexy

যে কোন কারণে হঠাৎ মস্তকে রক্তাধিক্য ঘটিলেই এ রোগের উৎপত্তি হয়।

এ রোগে রোগী হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া যায়। অজ্ঞান অবস্থায় কোনরূপ আক্ষেপ (খিঁচুনী) হয় না—যদিই হয়, শরীরের এক-দিকে (হয় দক্ষিণে নয় বামে) এক অঙ্গে হয়। এক সঙ্গে দু' দিকে কখনও হয় না। এ রোগ প্রায়ই বুড়োদের হয়। ৪৫ বৎসর কম বয়সের লোকের এ রোগ কদাচিৎ হয় মাত্র। রোগীকে দেখিলে বোধ হয় যেন ঘোর ঘুমে ঘুমাইতেছে।

রোগ আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই রোগী হঠাৎ একেবারে সম্পূর্ণ ভাবে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। মুখ হইতে ফেনা ভাঙ্গে, দাঁত লাগিয়া যায়, মুখ লাল হয়। চোখের তারা দুইটী সঙ্কুচিত হইয়া যায়—অথবা একটী বড় একটী ছোট হয়, এইটীই ইহার বিশেষ লক্ষণ। মুখ বাঁকিয়া যায়, ঠাণ্ডা ঘাম হয়। হাত পায়ের তলা ঠাণ্ডা হয়—নিশ্বাস ফেল্‌তে কষ্ট হয়, মুখ দিয়া 'ফু ফু' শব্দে নিশ্বাস ফেলে, দাস্ত, প্রস্রাব হয়ই না, যদি হয়, অজ্ঞান অবস্থাতেই হয়।

লক্ষণ

নাড়ী প্রথমে মোটা এবং দ্রুত হয়। পরে রোগ আরোগ্য হইতে থাকিলে ক্রমশঃ প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় আসে, তবে সম্পূর্ণ পূর্ব্ববৎ নাড়ী কখনও হয় না, একটু আধটু বৈলক্ষণ্য থাকেই থাকে। রোগের সময় যদি নাড়ীর গতি ফি মিনিটে ৬০ এর কম বা ১১০ এর বেশী হয়, তাহা হইলে অবস্থা

আশঙ্কাজনক বুঝিতে হইবে। রোগের প্রথম আক্রমণের কিছুকাল পরে শরীরের উত্তাপ একটু-আধটু বেশী হওয়া ভাল—উত্তাপ আসাই জ্ঞান সঞ্চারের পূর্ব্ব লক্ষণ।

অজ্ঞান অবস্থায় রোগী ২।৪ ঘণ্টাও থাকিতে পারে, আবার আংশিক অজ্ঞান ভাবে ১০।১২ দিনও থাকিতে পারে। যত বেশী সময় থাকে ততই ভয়ের কথা। সচরাচর অজ্ঞান হওয়ার পর ২ ঘণ্টার মধ্যে আংশিকভাবে জ্ঞান ফিরে আসেই আসে, যদি না আসে তাহা হইলে রোগী ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

রোগ আরম্ভ হইলে—অর্থাৎ রোগী অজ্ঞান হ'লে, গায়ের কাপড় চোপড় আল্গা ক'রে দিবে। বুকে একখানা কম্বল চাপা দিবে। মাথায় বরফ বা ঠাণ্ডা জলের পটি দিবে। মাথাটী অল্প একটু উঁচু বালিসে রাখিবে।

দাঁত খুল্‌বার জন্য তাড়াতাড়ি করো না। রোগ গেলে আপনিই দাঁত খুলিয়া যাবে। একটু জ্ঞান না ফেরা পর্য্যন্ত মুখ দিয়া ঔষধ পত্র খাওয়াবার চেষ্টা করো না—সে সময় গিলিতে পার্‌বে না।

রোগ আরম্ভে কি করিতে হয়

এক আনা হিং ২০ ফোটা মধুর সঙ্গে বেশ করিয়া মাড়িয়া মধ্যে মধ্যে জিভে লাগাইয়া দিবে। হিং সন্ন্যাস রোগের ভাল ঔষধ। পায়ে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর ১০ মিনিট ধরিয়া গরম জলের বাথ (Foot bath) দিবে। ব্রাণ্ডি বা কোনরূপ উত্তেজক ঔষধ দেওয়া একেবারে নিষিদ্ধ, এ কথাটী স্মরণ রাখিবে।

যত শীঘ্র দাস্ত-প্রস্রাব হয় ততই ভাল। রোগ আক্রমণের পর ১২ ঘণ্টার মধ্যে দাস্ত-প্রস্রাব না হইলে করাইয়া দিতে হইবে।

সন্ন্যাস কঠিন রোগ। সুতরাং ইহাতে চিকিৎসকের ব্যবস্থা চাই-ই চাই। যতক্ষণ চিকিৎসক না পাওয়া যায় ততক্ষণ—রোগীর মাথায় ও কপালে ঠাণ্ডা জল বা বরফ প্রয়োগ করিবে, পরে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর ১০ মিনিট ধরিয়া গরম জলের ফুটবাথ দেওয়া এবং মধ্যে মধ্যে মধুর সঙ্গে মাড়িয়া হিং চাটান ভিন্ন নিজে নিজে অন্য কিছু করিবার নাই।

অন্যান্য রোগের অজ্ঞানতার সহিত (বিশেষ মৃগী রোগের অজ্ঞানতার সহিত) সন্ন্যাস রোগের ভুল হয় কিন্তু চোখের তারার অবস্থা দেখিলেই সন্ন্যাস রোগ ধরা যায়। সন্ন্যাসে চোখের তারা দুটীই হয় সঙ্কুচিত—কিম্বা একটী সঙ্কুচিত অপরটি প্রসারিত (অর্থাৎ অসমান) হয়।

অন্য মূর্চ্ছার সহিত ইহার পার্থক্য

সন্ন্যাস ভিন্ন অন্য কোন রোগেই এরূপ হয় না। এইটীই বিশেষ লক্ষণ। আফিং খাইলে বা বেশী মদ খাইলেও মূর্চ্ছা হয়, কিন্তু তাহাতে রোগীকে খুব জোরে নাড়াইয়া দিলে অল্প জ্ঞান হয়—পরে আবার অজ্ঞান হইয়া পড়ে, সন্ন্যাসে রোগীর ওরূপ ভাবে একবার চেতন একবার অজ্ঞান এরূপ হয় না, বরাবর অজ্ঞান থাকে। মৃগীতে চোখের মণি উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিয়া যায়—এতে সেরূপ হয় না।

এই যে ক'টী লক্ষণ বলিলাম এইটুকু মনে রাখিতে পারিলেই বিশেষ চোখের অবস্থা দেখিয়াই "সন্ন্যাস" চিনিতে পারা যাইবে।

রোগের কারণ—মাথার মগজের মধ্যে দ্রুত রক্ত সঞ্চালনই ইহার প্রধান কারণ। বেশী বেশী ভাবনা চিন্তা, বেশী রাগ, বেশী ভয়, হঠাৎ দুঃসম্বাদ শ্রবণ, মাথায় অত্যধিক রৌদ্রতাপ লাগিলে, বেশী ভারী জিনিষ তোলায়, হঠাৎ বেশী পরিশ্রম করা, অধিক পরিমাণ মদ-ভাং খাওয়া, মেয়েদেয় মাসিক স্রাব অসময়ে হাঠাৎ বন্ধ হইয়া যাওয়া কিম্বা অর্শ রোগীর রক্তস্রাব হঠাৎ নিবারণ করান প্রভৃতি ঘটিলে ইহার উৎপত্তি হয়।

পরিণাম—সাধারণতঃ প্রথমবারে তত বেশী ভয় নাই। সামান্য একটু চিকিৎসা হইলে রোগী সহজে আরোগ্য হয়। তবে হয় মুখ বাঁকা কিম্বা কথার জড়তা, কিম্বা সামান্য একটু মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াই থাকে। বিশেষ কঠিন হইলে এক অঙ্গের পক্ষাঘাত পর্য্যন্তও হয়।

যাহাদের এ রোগ একবার হইয়াছে, তাহাদের সামান্য একটু অত্যাচারে আবার হওয়ার সম্ভাবনা আছে—দু'বারের বার রোগীর অবস্থা প্রায়ই খারাপ হয়। যদিই বা সেবার কোনরূপে বাঁচে, তৃতীয়বারের আক্রমণে কোন রোগীকে বাঁচিতে দেখি নাই, সুতরাং পূর্ব্বে যাহা যাহা করিলে ইহার উৎপত্তি হয় বলিয়াছি—সেই সব কারণ যাহাতে না ঘটে সন্ন্যাস রোগী এরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিবেন। সহ্যমত স্নান, (বিশেষ ঠাণ্ডা জলে স্নান) এবং সহ্য মত আহার করা ও দাস্ত সাফ রাখাই ইহার একমাত্র প্রতিবিধান।

প্রস্রাব পীড়ার দরুণ মূর্চ্ছা—(Uræmia)

কখন কখন রোগীর প্রস্রাব বন্ধ হইয়া, ঠিক 'সন্ন্যাস' রোগীর মত মূর্চ্ছা ও আক্ষেপ হয়। যাহদের প্রস্রাবের সঙ্গে লাল পড়ে (Albumen) বা যাঁহাদের পূর্ব্ব হইতেই বহুমূত্র রোগ আছে—তাঁহাদেরই এই পীড়া (Uræmia) হ'বার সম্ভাবনা বেশী। প্রস্রাব বন্ধ হইয়া প্রস্রাবের বিষ রক্তের সহিত মিশিয়া যাওয়ার দরুণই এ পীড়ার উৎপত্তি হয়।

কারণ।

অজ্ঞান অবস্থায় যদি রোগীর ৮।১০ ঘণ্টা প্রস্রাব না হইয়া থাকে, কিম্বা প্রস্রাব যদি জোরে বাহির না হইয়া মুত্রদ্বার হইতে আস্তে আস্তে গড়াইয়া পড়ে এরূপ দেখা যায় তাহা হইলে অবিলম্বে প্রস্রাব করাইয়া দিতে হয়। Uraemia রোগে প্রস্রাব না হইলে বা না করাইয়া দিলে রোগীর নিস্তার নাই।

প্রস্রাব করাইবার উপায়—নাভির চতুর্দ্দিকে রসুন বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে শীঘ্র প্রস্রাব হয়। যে জায়গায় কাপড় পরা যায় সেই জায়গায় শির দাঁড়ার দুইপাশে গরম জলের সেক দিলে উপকার হইবে। আমলা ও চন্দন বেশ ভাল করিয়া বাটিয়া নাভির চতুর্দ্দিকে পুরু করিয়া প্রলেপ দিলেও সত্বর উপকার পাইবে।

খুদে নুনী শাক ও সোরা একত্রে বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দিলে অথবা রজনী গন্ধা ফুলের গেঁড়ো বাটিয়া জলের কলসীর তলাকার থিতানো মাটির সঙ্গে একত্র মিলাইয়া নাভি ঘেরিয়া তলপেটে পুরু করিয়া প্রলেপ দিলে অবশ্য প্রস্রাব হইবে। তাজা চূণ, পচা আমপাতা, এবং সোরা সমান ভাগে লইয়া নাভির চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে অবশ্য প্রস্রাব হইবে—এমন কি শেষোক্তটী কলেরা রোগীর প্রস্রাব করাইতেও সমর্থ।

প্রস্রাব বন্ধ

যাহাদের প্রস্রাব পরিষ্কার হয় না—তাঁহারা কাঁচা পিঁয়াজ খাইবেন অথবা পিঁয়াজ সিদ্ধ জল রোজ আধপোয়া মাত্রায় খাইলে ৩।৪ দিনের মধ্যেই উপকার পাইবেন।

ইউরীমিয়া (Uræmia) রোগীর অন্যান্য ব্যবস্থা সবই সন্যাস রোগীর ন্যায়। জ্ঞান সঞ্চারের জন্য সেই সকল ব্যবস্থা করিবেন অধিকন্তু যাহাতে প্রস্রাব হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, ইহার এইটুকু মাত্রই বৈশিষ্ট।

(১) ঔষধে প্রস্রাব না হইলে কি করিয়া প্রস্রাব করাইতে হয় পুস্তকের শেষ ভাগে বলা আছে—তথায় বিস্তারিত বিবরণ দেখুন। অজ্ঞান অবস্থায় বিশেষ ইউরেমিয়া রোগে মূত্র যন্ত্রের শক্তি প্রায়ই নষ্ট হয় বলিয়াই প্রস্রাব হইতে দেরী হয়।

অম্বলের দরুণ জ্ঞানলোপ বা মূর্চ্ছা

যাহাদের পূর্ব্ব হইতে অম্বল হয় এমন সব অম্বলের রোগীর কখন কখন এত বেশী অম্বল হয় যে, মনে হয় যেন সমস্ত ঘুরিতেছে এবং মাথাটা যেন মাটীর ভিতর বসিয়া যাইতেছে— কিছুক্ষণ এই অবস্থায় থাকিয়া রোগী ক্রমশঃ অজ্ঞান হইয়া পড়ে। কখন কখনও ১০।১২ ঘণ্টাও অজ্ঞান অবস্থায় থাকিয়া যায়—অজ্ঞান অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকা আশঙ্কাজনক সুতরাং যত শীঘ্র পারা যায় চেতনা সঞ্চারের চেষ্টা করিতে হইবে। অম্বল রোগীর নিশ্বাসে টক্ গন্ধ পাওয়া যায়—এই চিহ্নে সহজেই রোগ ধরা পড়ে।

রোগের প্রকৃতি

অম্বলের দরুণ মূর্চ্ছা হইলে—আনাটেক বিট লবণ গুঁড়া করিয়া রোগীর জিভের উপর লাগাইয়া দাও, কিছুক্ষণের মধ্যেই খানিকটা জল বমি হইয়া অম্বলের শান্তি হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে চেতনা সঞ্চার হইবে। যদি বিট লবণ না পাও, সৈন্ধব দিবে, সৈন্ধব না পাও, আমরা যে লবণ সাধারণতঃ ব্যবহার করি তাহাই বেশী পরিমাণে দিবে। যদি একেবারে ফল না পাও, প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর একবার, এইরূপ ৩।৪ বার দিলেই ফল পাইবে। অম্বল রোগীর বমি হইয়া অম্বল উঠিয়া যাওয়াই মঙ্গল।

মূর্চ্ছায় তদ্বির

মূর্চ্ছা যদি গভীর হয়—শীঘ্র না ভাঙ্গে, চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিবে, কিম্বা নাকের কাছে গোল মরিচের ধোঁয়া অথবা Smelling salt এর শিশি ধরিলেও কাজ হইবে।

অম্বলরোগীর শোয়ান খাওয়ান প্রভৃতির তদ্বির সাধারণ মূর্চ্ছা রোগীরই ন্যায়। সাধারণ মূর্চ্ছার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

অম্বল স্থায়ীভাবে নিবারণ করিতে হইলে, কিছু দিন ধরিয়া নারিকেল বা হরিতকী ঘটিত যে কোন আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ ব্যবহার করাইবেন।

পরিমাণ ঔষধ

সাময়িক উপকারের জন্য যা' তা' ব্যবহার করিলে পরিণামে অসাধ্য 'শূল রোগ' উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। এখানে একটি সহজসাধ্য মুষ্টিযোগ বলিতেছি। প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলে অবশ্য উপকার পাইবেন।

অম্বলের মুষ্টিযোগ—

৫।৬টী গোটা হরিতকী গো-মুত্রে সিদ্ধ করিয়া, নরম হইলে, আঁটি বাদ দিবেন। শাঁসগুলি রৌদ্রে শুকাইবেন, পরে ছটাক খানেক সৈন্ধব লবণ গুঁড়ার সহিত মিশাইয়া কাগজী লেবুর রসে ভিজাইয়া রৌদ্রে দিয়া শুষ্ক করিয়া লইলেই ঔষধ প্রস্তুত হইল। ঐ ঔষধ প্রতিদিন সকাল বেলায় ৵০ আনা মাত্রায় ব্যবহার করিলে অবশ্য উপকার পাইবেন—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

জ্বরের ধমকে মূর্চ্ছা

ম্যালেরিয়া জ্বরের কম্পের সময় রোগী অনেক সময় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।

কম্পের জন্যই রোগী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে সুতরাং—কম্প নিবারণ করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে রোগীর জ্ঞান সঞ্চার হয় তাহার তদ্বির করিতে হইবে।

কম্প নিবারণ করিবার ব্যবস্থা।

শরীরের উপরকার রক্ত ভিতরে চলিয়া যায় বলিয়াই কম্প উপস্থিত হয়, শরীর গরম করিতে পারিলেই কম্প বন্ধ হয়; সুতরাং যাহাতে শরীর শীঘ্রই গরম হইয়া উঠে—তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শরীর গমন করিবার উপায়—দু' রকম—**সেক দেওয়া এবং গিলিবার শক্তি থাকিলে গরম গরম চা বা দুগ্ধ, খাওয়াইয়া দেওয়া।**

<u>সেক নানান রকমে দেওয়া যেতে পারে—</u>

গরম জলের বোতলের সেক (বোতল না জুটিলে) ইঁট তাতিয়ে তার সেক, তাতেও অসুবিধা হ'লে বালির পুটলী গরম ক'রে তারই সেক, তাতেও অসুবিধা হ'লে ছেঁড়া ন্যাকড়া, কম্বলের টুকরা প্রভৃতি থাকলে গরম করে তারই গরম গরম সেক—রোগীর দু' পায়ের তলায়, দু' বগলে, দু' পাজরায়, দু' হাতের তলায় এবং দু' উরুতের মাঝখানে দিতে হয়।

কম্পের সময় খাওয়ান শক্ত—কিন্তু এ সম্বন্ধে একটা কৌশল আছে। কম্প কখন অবিচ্ছেদে হয় না, মধ্যে মধ্যে কমে আবার বুক গুড় গুড় করে এই রকম দমকে দমকে হ'তে থাকে। এই কমা ও পুনর্ব্বার বাড়বার মুখে যে একটু সাম্য অবস্থা থাকে এই ফাঁকে খেতে দাও, সে সময় অল্প অল্প খেতে পারবে। এবং একবার খাওয়ান হইলেই ক্রমশঃ দেখবে যে বুক গুড় গুড়ুনি দূরে দূরে হইতেছে অর্থাৎ কম্প কমিয়া আসিতেছে।

দুধ না জোটে শুধু গরম জলই খাওয়াবে। দুধ শূন্য চা বা কড়া রকমের প্রস্তুত চা কদাচিৎ খাইও না। দুধে-জলে পরিমাণে বেশী খাওয়াইলেও দোষ নাই—কেন না তাহাতে শীঘ্রই অধিক পরিমাণে প্রস্রাব হওয়ায় জ্বরের বেগ কমাইয়া আনিবে।

কম্পের সময়—উপরের লিখিত মত সেক, আর গরম গরম দুধে জলে খাওয়াইলে বেশীর ভাগ জায়গাতেই খুব শীঘ্রই কম্প নিবারিত হইবে তার কোন সন্দেহ নাই। এইটী হইল—প্রতিষেধক ব্যবস্থা।

কম্পের ধমকে রোগী যদি অচৈতন্য হ'য়ে গিয়ে থাকে তাহা হইলে কি করিবে।—

উপরের লিখিত মত সেক ত করিবেই, তা ছাড়া মাথায় জলপটি বা বরফ দেবে এবং মাথায় বাতাস করিবে। মূর্চ্ছিত অবস্থায় কিছু খাওয়াবার চেষ্টা করিবে না। নাকে গোল মরিচের ধোঁয়া দেবে।

সতর্কতা—

জলপটি দিবার সময় এই কয় বিষয় লক্ষ্য করিবে—

জলপটির ন্যাকড়াখানি যেন ফর্সা আর বেশ পাতলা হয়, কদাচ পুরু

ন্যাকড়া বা পাতলা ন্যাকড়া দু' ভাঁজ করে মাথায় বা কপালে বসিয়ে দিও না। কারণ এতে জলপটি দেওয়া না হ'য়ে পুলটীশ দেওয়া হ'য়ে যাবে।—পটির ন্যাকড়া যত পাতলা হইবে ততই ভাল। পটির ন্যাকড়া চওড়া ২।৩ আঙ্গুল এবং লম্বায় আধ হাত খানেক হ'লেই চল্‌বে। ন্যাকড়াখানি কপালের এ রগ হ'তে ও রগ পর্য্যন্ত সমস্ত কপালটিতে বসাইয়া দিবে এবং তার উপরে ফোঁটা ফোঁটা (drop by drop) করে জল দিয়ে সর্ব্বদাই ভিজা অবস্থায় রাখ্‌বে।

জলপটি

জলপটি দিয়া তার উপর আস্তে আস্তে বাতাস কর—এতে জলটা শুকাইয়া যাবে, কিন্তু জলটা একেবারে শুকাইয়া যেতে দেওয়া হয় না, শুক্‌না শুক্‌না হইলেই আবার জল দিবে—জল যত ঠাণ্ডা হবে ততই ভাল, বরফ পাওয়া গেলে আরও ভাল, কিন্তু পল্লীগ্রামে ত বরফ পাওয়া যাবে না, সেখানে ঠাণ্ডা জলই দিবে।

মাথায় বা কপালে ঠাণ্ডা বরফ দিতে ভয় পেও না—জল দেওয়া হ'চ্ছে বলে চমকে উঠো না, জলে কোন অপকার হবে না, বরং উপকারই হবে। কম্পের সময় মগজে রক্তের চাপ বেশী হওয়াতেই রোগীকে অচৈতন্য করে দেয়, জল দেওয়াতেই মাথার রক্ত নেমে আসে। সুতরাং বল্‌তে গেলে এ সময়ে এই জলেই রোগীর জীবন রক্ষা কর্‌বে।

বরফ

সাধারণতঃ কম্পের সময় রোগীকে পিঠের দিক থেকে জাপটান অর্থাৎ পাশ বালিশ জড়িয়ে ধরার ভাবে ধরে রাখাই খুব ভাল যুক্তি। কিন্তু তাই বলে খুব বেশী জোর দিও না। সব কাজই সম্ভব মত কর্‌তে হবে এইটী বিবেচনা করো। আর এক কথা, রোগী লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে, এ অবস্থায় মাঝে মাঝে রোগীকে ডেকে সাড়া নিও, তাহ'লে রোগীর চেতন

বা অচৈতন্য অবস্থা তা বুঝ্‌তে পার্‌বে। অনেক সময় রোগী লেপের ভিতর অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে এবং বাড়ীর লোকে হয়ত রোগী ঘুমাইতেছে বলিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোনরূপ সাড়া নেয় না। পরে যখন লেপ খুলিয়া দেখে তখন হয়ত রোগী মারা গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে যে এরূপ ঘটনা না হয়, তা' নয়—সুতরাং কম্পের সময় মধ্যে মধ্যে রোগীকে ডাকিয়া সাড়া নেওয়ার খুব দরকার—এ কথাটি মনে রাখিবে।

মধ্যে মধ্যে সাড়া নিও

কম্পের সময়, সেক দেওয়া, দুধে জলে খাওয়ান, জলপটি দেওয়া প্রভৃতি উপরে লিখিত নিয়মগুলি দরকার মত প্রতিপালন কর্‌লে দেখতে পাবে কম্পের সময় রোগীর কোন বিপদ হবে না, বরং সঙ্গে সঙ্গে জ্বরের বেগও অনেকাংশে কম পড়্‌বে—মূর্চ্ছারও অবসান হবে।

ছেলেদের তড়কা

কম্পের সময় ছেলেদের তড়কা হ'তে পারে—তড়কা হ'লে কি কি করতে হয়।

মোটামুটি, ছেলেটির পা হইতে গলা পর্য্যন্ত কম্বল বা দু'তো করিয়া কাপড় ঢাকা দিয়া, কোলের উপর তুলে নিয়ে ছোট ছেলেকে যে ভাবে দুধ খাওয়ায় সেই ভাবে ব'স। মাথাটা তোমার উরুতের বাহিরে অল্প নীচু করে ধরে থাক—এইবার হাত খানেক উঁচু থেকে গাড়ু বা ঘটি করে অবিরত ঠাণ্ডা জল ঢাল্‌তে থাক। (এক গাড়ু ফুরাইয়া গেলে অন্য গাড়ু বদ্‌লাইয়া লও—কিন্তু দেখ যেন ছেলের নাকের মধ্যে জল না ঢুকে—তাতে দম বন্ধ হ'য়ে যাবে—মাথাটা একটু নীচু করে রাখলে আর ও ভয় থাকবে না।) মধ্যে মধ্যে চখে মুখে জলের ঝাপটা দাও। মাথায় বাতাস কর।

ঠাণ্ডা জল

এক দিকে যেমন জল ঢালা হ'চ্ছে, অপর দিকে সঙ্গে সঙ্গে গোটা ৫।৬ শিশি বা গরম জলের বোতল তৈয়ারি ক'রে কম্বলের ভিতর হাত ঢুকাইয়া ছেলের বগলে, পাঁজরে, পায়ের তলায়, হাতের চেটোয় সেক লাগাও।

গরম সেক

জ্বরের সময় তড়কা দুই রকমে হ'তে পারে —এক জোর কম্পের সময়ে, অথবা জ্বর ফুটলে খুব জোর জ্বরের অবস্থায়।

জ্বর ফোটার—পর, জ্বরের ধমকে যে তড়কা হয়, তাতে সেক দেবার প্রয়োজন নাই, কেবল মাথায় জল ঢালা ও বাতাস কর্‌লেই চলে। কেন না জ্বরের সময় শরীরের রক্ত স্বভাবতই গরম হ'য়ে উঠে, ঠাণ্ডা রক্তকে গরম করিবার জন্যই এই সেকের ব্যবস্থা সুতরাং জ্বর ফোটার পর তড়কা হ'লে আর সেক দিবার দরকার হয় না।

তড়কার আক্ষেপ (spasm) থাকৃতে রোগীকে জল বা ঔষধ খাওয়া-নর চেষ্টা কর্‌বে না। কারণ তখন ঔষধ পেটের ভিতর না গিয়া হাওয়া নলের ভিতর যাবারই সম্ভব। এবং তাতে দম আটকাইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

সতর্কতা

তড়কাতে একেই দম বন্ধ হ'য়ে যাওয়ার মত হয়, সুতরাং আক্ষেপের সময় ঔষধ না দিয়ে, আক্ষপ একটু কম পড়লে, রোগীর গিলবার মত জ্ঞান ও অবস্থা ফিরে এলে তখন ঔষধ খাওয়াবে।

শুধু তড়কায় কেন, যে যে রোগে (যেমন হিষ্টিরিয়া মৃগী প্রভৃতি) আক্ষেপ (খেঁচুনী) হয়, তার কোনটাতেই আক্ষেপ থাকৃতে থাকৃতে ঔষধ খাওয়ানর চেষ্টা কর্‌বে না।—এ বিষয়ে সতর্ক থাকবে।

হাঁপানী ও বুক ধড়ফড় করা

সময়ে সময়ে হাঁপের রোগীর এত হাঁপ চাগায় যে কষ্টের সীমা থাকে না। ছোট ছোট ছেলেদেরও শীতের সময় রাত্রে কখনও কখনও হঠাৎ এমন টান হয় যে, মনে হয় বুঝি এখনই মারা গেল—তদ্বির না করিলে মারা যাওয়াও বিচিত্র নয়। হাঁপানী রোগীর হাঁপ চাগাইলে কি করিতে হয়, তাহা লিখিয়া দিলাম ইহার মধ্যে যে কোন একটী করিলেই চলিবে।

হাঁপের সময় কি কি করিতে হয়

দু' আনা তেজপাত চূর্ণ, আধ তোলা বাসক পত্রের রস, কিঞ্চিৎ মধু সহ খাইলে, সদ্য সদ্য হাঁপ নিবারণ হয়। বেশী হাঁপ চাগাইলে নূতন কলিকায় সাজিয়া (চচ্চড়ের) অপামার্গের শুষ্ক পাতার ধূমগ্রহণ করিলে অথবা বাসক পাতার ধূম লইলে, অথবা ছায়াতে কৃষ্ণ ধূতরার পাতা শুষ্ক করিয়া তাহার ধূম গ্রহণ করিলে তৎক্ষণাৎ হাঁপ কষ্ট দূর হইবে।

ধূম যদি মুখ দিয়া টানিয়া না লইতে পারা যায়, একখানি সরাতে আগুন করিয়া তাহার উপর, অপামার্গ, বাসক, অথবা কৃষ্ণ ধূতুরা (যেটী পাওয়া যায় তারই) পাতা নিক্ষেপ করিলে যে ধোঁয়া উঠিবে, নিশ্বাসের সহিত ভিতরে যায় এমন ভাবে উহা

নাকের নিকট ধরিলে একই ফল হইবে—ছোট ছেলেদের এবং মেয়েদের পক্ষে এইভাবে ধূম লওয়াই সুবিধা জনক।

হাঁপের সময়—বাঁ হাতে (মেয়েরা যেখানে তাগা পরে সেই জায়গাটা) শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিলে, উপকার হয়।

৩।৪টী আরশুলা (তেলাপোকা—বড় বড় গুলিই লইতে হয়, যে গুলির পিটে ছাপকানী ছাপকানী দাগ আছে, সে গুলি লইতে নাই) সের খানেক জলে সিদ্ধ করিয়া, ঐ জল এক ছটাক মাত্রায় দিন দুই তিনবার পান করিলে, হাঁপ ত সদ্য সদ্য কমেই তা ছাড়া অনেক সময় একেবারে আরোগ্যও হয়।

হাঁপের সহিত বুক ধড় ফড়ানী থাকিলে, তোলা দুই বিল্ব বৃক্ষের শিকড়ের ছাল, সের খানেক জলে সিদ্ধ করিয়া ঐ জল আধ ছটাক পান করিলে, হাঁপ ও বুক ধড়ফড়ানী দুই-ই কমে।

কাঁচা রশুনের রস আধ তোলা কিঞ্চিৎ গরম জলের সহিত খাইলে হাঁপ কষ্ট সদ্য দূর হয়। সোরা ভিজান জলে, কাগজ ভিজাইয়া ছায়াতে শুষ্ক করিয়া তাহা নলের মত করিয়া পাকাইয়া আগুন ধরাইয়া টানিলে অতি শীঘ্র দুরারোগ্য হাঁপকষ্ট তৎক্ষণাৎ সাম্য হয়।

অত্যন্ত যন্ত্রণার সময় যে কয়েকটী করিতে বলিলাম, বিশেষ অপামার্গ, বাসক কিম্বা কৃষ্ণ ধুতুরার পাতার, অথবা সোরা ভিজান কাগজের ধুম গ্রহণ করিলে তৎক্ষণাৎ হাঁপ কষ্ট দূর হইবেই হইবে।

অত্যন্ত যন্ত্রণায়

যাহা বলা হইল এ সবই সাময়িক চিকিৎসা—হাঁপ স্থায়ীভাবে

সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিতে হইলে অন্যান্য চিকিৎসা প্রয়োজন হয়।

হাঁপের রোগীকে পিঠে বালিশ দিয়া বসাইয়া রাখিবেন। যাহাতে দাস্ত খোলসা হয় এমন পথ্য দিবেন—দুধ ও ফল খাওয়া ভাল। পেট ঠাণ্ডা রাখাই—হাঁপ না হইতে দিবার প্রকৃষ্ট উপায়।

হিক্কা

হিক্কা অনেক সময়েই শেষ উপসর্গ। হিক্কায় রোগীর শীঘ্রই প্রাণান্ত হইতে পারে সুতরাং হিক্কার আশু প্রতিকার করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ভাত খাওয়ার পর, কিম্বা উপবাসাদি যে কোন কারণে রুক্ষ হইয়া যে হিক্কা হয় তাহা সামান্য হিক্কা এবং সামান্য চেষ্টাতেই তাহার উপশম হয়—জ্বর কলেরা প্রভৃতি রোগের পরিণামে যে হিক্কা হয়,—তাহাই প্রাণান্তকর।

হিক্কার প্রতিকার

এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল এক দমে যতদূর পারা যায় পান করিলে অথবা একটু সময় নিশ্বাস বন্ধ করিয়া থাকিলে অথবা হঠাৎ অন্যমনস্ক করিতে পারিলে—সামান্য হিক্কায় শীঘ্র ফল হয়।

শুষ্ক হলুদ অথবা মাষকলাই আগুনে পোড়াইয়া তাহার ধূম গ্রহণ করিলে অথবা—কচি ডাবের জল ঈষৎ গরম করিয়া ২।১ চামচ অথবা কচি তাল শাঁশের জল ২।১ চামচ খাইলে অথবা—চোর কাঁচকী পোড়াইয়া তাহার ধূম গ্রহণ করিলে সকল রকমের হিক্কা অতি অবশ্য বন্ধ হয়।

গোল মরিচ বিঁধিয়া, প্রদীপের শিষে পোড়াইয়া ধোঁয়াটা নাকে ধর—তৎক্ষণাৎ হিক্কা বন্ধ হইবে।

যে হিক্কা এক সঙ্গে যোড়া যোড়া উঠে তাহাই সাংঘাতিক হিক্কা, শেষোক্ত ঔষধ দু'টি এম্বিধ হিক্কাতেও কার্য্যকরী হইবে।

রক্তপাতে বা রক্তস্রাবে

শরীরের মূল পদার্থ রক্ত। সুতরাং যে কোনরূপেই হউক না কেন, এই রক্ত শরীর হইতে অযথা পরিমাণে বাহির হইয়া গেলেই আশু জীবন সংশয় হয়। কাজেই রক্তস্রাব আরম্ভ হইবা মাত্রই তাহা নিবারণের উপায় করিতে হইবে। রোগেও রক্তস্রাব হয়, আবার বাহ্যিক আঘাত লাগিয়াও রক্তস্রাব হয়। আগে—রোগের দরুণ রক্তপাতের কথা বলি, পারে—আঘাতের দরুণ রক্তপাতের কথা বলিব।

কোথা হইতে রক্তস্রাব হইলে কি করিতে হয়, একে একে তাহা বলিতেছি—

নাক হইতে রক্তস্রাবে—

নাক দিয়া রক্ত পড়িতে আরম্ভ করিলে—রোগীকে না শোয়াইয়া পেছন দিকে হেলান দিয়া বসাও। হাত দু'টীকে মাথার উপর সোজা করিয়া তুলিয়া ধরিয়া রাখ। মুখে ঘাড়ে ও মেরুদণ্ডে ঠাণ্ডা জল দাও। একটু ফটকিরী চূর্ণ আধ ছটাক নুন জলে গুলিয়া নাক দিয়া টানিয়া লইতে বল। (জলের সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণে লবণ মিশানর কারণ—শুধু জলে বেদনা হয়) যদি টানিয়া লইতে না পারে—কেবল ফটকিরি চূর্ণ নস্য লওয়ার ভাবে লইতে দাও। রক্তস্রাবকালীন নাক দিয়া না লইয়া মুখ দিয়া নিশ্বাস লইবে।

দুর্ব্বার রস অথবা আমড়া পাতার রস অথবা ছোট পিঁয়াজের রস অথবা ছাগল দুগ্ধ অথবা গাওয়া ঘি অথবা টাট্‌কা গোবর রসের অথবা বিশল্যকরণী পত্রের রসের নস্য লইলে—রক্তস্রাব নিবারিত হইবে।

উপরোক্ত ব্যবস্থায় যদি রক্তস্রাব বন্ধ না হয়, তাহা হইলে —দু'টী নাকে, যে ভাবে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার জন্য ন্যাকড়ায় গোটা পাকায় সেই ভাবে ন্যাকড়ার ছোট ছোট দু'টী গোটা পাকাইয়া নাকের ছিদ্রের ভিতর একটু উপর পর্য্যন্ত ঠেলিয়া প্রবেশ করাইয়া দাও। নাকের ভিতর দিবার পূর্ব্বে গোটা দু'টিকে ফট্‌কিরির জলে ডুবাইয়া লইলে আরও সত্বর উপকার পাইবে। নাকে জোর ঘা-ঘো প্রভৃতি বাহ্যিক আঘাত বশতঃ বেশী বেশী রক্তপাত হইলে এরূপ ব্যবস্থা প্রয়োজন হয়।

নাকের রক্ত যদি নাক দিয়া বাহির না হইয়া মুখ দিয়া বাহির হইতে থাকে, কিম্বা সেই রক্ত যদি মুখ দিয়া না আসিয়া গলা বাহিয়া ফুসফুসের (Lungs) ভিতর যায়, তাহা হইলে বিপদের আশঙ্কা বেশী, সেরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসক ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

'নাসা' হইতে রক্তস্রাব বা অত্যধিক শিরঃপীড়ার কারণে অথবা মেয়েদের মাসিক স্রাব বন্ধ হইয়া যদি নাক দিয়া অল্প স্বল্প রক্তস্রাব হয়, তাহা হইলে তাহা বন্ধ করিবার জন্য তাড়াতাড়ি নাই। কেন না ঐ পথ দিয়াই ঊর্দ্ধগ রক্ত বাহির হওয়ায় নাসা বা শিরঃপীড়া কম হইবে। পরিমাণে বেশী হইলে পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা করিলেই আরোগ্য হইবে।

দাঁত হইতে রক্তস্রাব—

কোন কারণে হঠাৎ ঘা-ঘো লাগিলে বা অল্প নড়া কাঁচা দাঁত টানিয়া খসাইলে অনেক সময় রক্তস্রাব হইতে থাকে।

খুব ঠাণ্ডা জল দ্বারা বার কতক কুলকুচা করিলে অথবা খুব গরম জল দ্বারা বার কতক কুলকুচা করিলে প্রায়ই ইহা বন্ধ হয়। কিন্তু বেশী বেশী আঘাত হইলে শুধু কুলকুচায় বন্ধ হয় না—নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াটী করিবে।

প্রথমে একটু তুলাতে ফট্‌কিরি মাখাইয়া সেই জায়গাটীতে ঠাসিয়া বসাইয়া দিয়া তার উপরে একটু কর্ক বা মোটা শোলা দিয়া তার উপরে দাঁত দিয়া চাপিয়া ধর। ঘণ্টা খানেক ঐরূপ দাঁত টিপিয়া রাখিলেই রক্ত স্রাব বন্ধ হইবে। যদি পাওয়া যায় তুলাটিতে Perchloride of Iron মাখাইয়া লইবে—ইহাতে আরও সত্বর উপকার পাওয়া যাইবে।

পায়ের শির ফাটিয়া রক্ত পড়া—

(Varicose veins)

অনেক পোয়াতীর পায়ের ডিমের শিরা ফাটিয়া রক্তস্রাব হয়।

পোয়াতীকে চিৎ হইয়া শয়ন করাইয়া, পা'টীকে উঁচু তাকিয়া বালিসের উপর রাখ। ঠাণ্ডা জলের ন্যাকড়া ভিজাইয়া সেটী ৮।১০ পুরু করিয়া (গাড়ুর উপর যে ভাবে গামছা রাখে সেই ভাবে) রক্তস্রাবী স্থানটার উপর বসাইয়া দিয়া, অন্য ন্যাকড়া দ্বারা ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দাও।—ইহাতেই উপকার হইবে।

মুখ দিয়া রক্ত উঠা

'দু' রকমে ঘটিতে পারে—ফুসফুসের প্রদাহ হইতে অথবা পেটের ভিতর হইতে।

যে কারণেই হউক মুখ দিয়া রক্ত উঠিলেই তাহা সত্বর বন্ধ করা আবশ্যক। নিম্নে যে কয়েকটী ব্যবস্থা বলিতেছি—তদ্বারা সাময়িক ভাবে উপকার হইবে।

দুর্ব্বা ঘাসের ছটাক খানেক রস, তোলাটেক পরিষ্কার চিনি বা মিছরির গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া দিনের মধ্যে দু' তিন বার খাওয়াও। বিশল্যকরণীর রস অথবা কুকুরশোকা গাছের পাতার রসও ঠিক ঐ ভাবে ব্যবহার্য্য। দিনের মধ্যে ২।৩ বার চূণের জল অথবা Calcium Lactate নামক ঔষধ, ২টী বটি সকাল সন্ধ্যা রাত্রি তিনবার খাওয়াইবে।

এক আনা তালিশ পত্র চূর্ণ, তোলা দুই বাসক পাতার রসের সহিত কিঞ্চিৎ মধুসহ মিশ্রিত করিয়া একত্রে খাওয়াও। যদি তালিশ পত্র না পাও—বাসক পাতার রসই খাওয়াইবে, তাহাতেও সমূহ উপকার হইবে।

রোগীকে উঠিয়া বসিতে বা কোনরূপ পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে

দিবে না, সুস্থির ভাবে শোয়াইয়া রাখিবে। **পথ্যাদি**—দুধ, সরবৎ, ফলের রস। দুধ ঠাণ্ডা করিয়া দিবে—গরম দেওয়া নিষিদ্ধ। রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে ভাবিয়া কদাচিৎ কোন মাদক দ্রব্য (ব্রাণ্ডি প্রভৃতি) সেবক করাইবে না, তাহাতে রক্তের ক্রিয়া দ্রুত হওয়ায় আরও বেশী বেশী রক্ত উঠিবে। যতক্ষণ রক্ত বমন থাকে, ততক্ষণ একমাত্র মিছরীর সরবৎ ভিন্ন অন্য কোন খাদ্যই দিতে নাই।

সতর্কতা

এ সম্বন্ধে আরও একটী কথা বলা আবশ্যক। মুখ দিয়া রক্ত উঠিলেই লোকে সাধারণতঃ মনে করে,—যক্ষ্মা হইয়াছে। কিন্তু সেটা মারাত্মক ভুল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি দ্বিবিধ কারণে রক্ত উঠিতে পারে—যেখানে ফুসফুস খারাপ হইয়া রক্ত উঠে, তাহারই নাম যক্ষ্মা; আর যেখানে লিভার (যকৃত) বা হজম থলি, অথবা মেয়েদের ঋতু পরিষ্কার না হইয়া (Vicarius mens truation) মুখ দিয়া রক্ত বমন হয় তাহার সাধারণ নাম—রক্তপিত্ত। অনেক সময় এই রক্তপিত্তকে যক্ষ্মা বলিয়া এত বেশী ভুল হয় যে, রোগীর সাংঘাতিক অবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত এই ভুল চলিতে থাকে। পেটের ভিতরকার রক্তে ও ফুসফুসের রক্তে ঢের তফাৎ—এ দু'টীর লক্ষণ আলাদা আলাদা করিয়া বলিয়া দিলাম।

উপরে যে লক্ষণগুলি বলিলাম তার সব গুলিই যে একটী রোগীতেই দেখিতে পাওয়া যায়, তা নয়। তবে প্রায়ই সব লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। রক্তোৎকাশ (যক্ষ্মা) অথবা রক্ত বমন

(রক্তপিত্ত) যাই হউক না কেন, এ বিষয়ে ধরাধরি চিকিৎসা প্রয়োজন, কারণ প্রথমে রক্তপিত্তে আরম্ভ হইয়া শেষে যক্ষ্মায় পরিণত হইয়া জীবন নষ্ট হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। উপরে যে সব মুষ্টিযোগের কথা বলিয়াছি, তাহাতে সাময়িক উপকার পাইবে ইহা নিশ্চিত।

ফুসফুস হইতে রক্ত উঠিলে—	পেটের ভিতর হইতে রক্ত উঠিলে—
১। নিশ্বাস লইতে কষ্ট হয়, বুকে বেদনা থাকে।	১। গা বমি বমি, এবং নাইয়ের আশে পাশে বেদনা থাকে। শ্বাস কষ্ট খুব কম।
২। রক্ত এক সঙ্গে বেশী বাহির হয় না।	২। রক্ত পরিমাণে বেশী।
৩। রক্তে ফেনা থাকে, গয়ের মিশ্রিত হয়।	৩। ফেনা থাকে না, গয়ের মিশ্রিত নয়।
৪। রক্তের রং লাল (অর্থাৎ তাজা) রক্ত।	৪। রং কালচে কালচে অথবা কাল।
৫। রক্ত কাসির সঙ্গে উঠে।	৫। রক্ত, বমির সহিত বাহির হয়।
৬। কাসি থাকেই থাকে। সর্দ্দি থাকেই।	৬। কাসি বা সর্দ্দি থাকে না।

যক্ষ্মার রক্তে ও রক্তপিত্তের রক্তে যে কয়টী পার্থক্য লক্ষণ বলা হইল এইটুকু মনে রাখিতে পারিলে অনায়াসেই উভয়ের পার্থক্য ধরিতে পারা যাইবে।

রক্ত প্রস্রাব

ম্যালেরিয়া, আসামের কালা জ্বর (Black-water) প্রভৃতি রোগে কিম্বা মূত্রযন্ত্রের প্রদাহ হইলে অনেক সময় রক্ত প্রস্রাব হয়।

রক্ত প্রস্রাব হইলে রোগীকে যত পার জল খাওয়াইবে। দিনের মধ্যে অন্ততঃ ১ পোয়া চিনি ও ৪।৫ সের জল খাওয়াইতে পারিলে খুব ভাল হয়। জল খাওয়াইতে ভয় করিও না,—এই জলেই প্রস্রাব সরল করিবে। চাকা চাকা করিয়া মূলা কাটিয়া এক হাঁড়ি জলে সিদ্ধ করিয়া গ্লাস কয়েক খাওয়াইলে প্রস্রাব পরিষ্কার হইয়া আসিবে। ইহার অধিক ঘরে ঘরে করিবার বড় কিছু নাই। এটুকু করিলেও অনেক করিলে জানিও।

রক্ত ভেদ

রোগী হঠাৎ মারা যেতে পারে। সকল উপসর্গের চেয়ে এইটাই ভয়ানক। রক্তভেদের কারণ নানাবিধ—পেটে কোন রকম ঘা-ঘো লাগান। কড়া জোলাপ লওয়া; যাদের নাক দিয়ে রক্ত পড়া অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছে, তাদের তা' বন্ধ হ'লে, মেয়েদের ঋতু পরিষ্কার না হ'লে, টাইফয়েড জ্বরের শেষে, প্রভৃতি নানা কারণে রক্তভেদ হ'তে পারে—এতে চিকিৎসক ডাকবার সময়ই পাওয়া যায় না।

চিকিৎসা—গুহ্যদ্বার দিয়ে বরফ-জল পিচকিরি করে ভিতরে দিলে রক্তভেদ বন্ধ হয়। বরফের লম্বা টুকরো গুহ্যদ্বারের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। যতক্ষণ না রক্তভেদ বন্ধ হয় একখানার পর একখানা দিতে হয়। পেটে বরফ দিতে হয়। বরফের ছোট টুকরো গিলে খেতে দিবে।

তাল বাগড়া ছেঁচিয়া তাহার রস আধছটাক খানেক পান করিলেও রক্তভেদ নিবারিত হয়।

কষ জলের পিচকিরি দিলেও রক্ত বন্ধ হয়। বাবলার ছাল, বকুলের ছাল, আর পিয়ারার ছাল হাঁড়িতে সিদ্ধ ক'রে ফটকিরির গুঁড়ো মিশাইয়া পিচকিরি দিতে হয়। জল বেশ ঠাণ্ডা না হ'লে পিচকিরি দিও না। কষ জল তৈয়ারী করার সময় না পেলে, তিন পোয়া ঠাণ্ডা জলে ৪ ড্রাম (এক কাঁচ্চা—১৷০ তোলা) ট্যানিক এ্যাসিড আর সওয়া তোলা ফটকিরি মিশাইয়া পিচকারী দিবে। পিচকারী দিবার সময় রোগীকে বাঁ কাত করিয়া শোয়াইও।

পাড়াগাঁয়ে বরফ না পাওয়া গেলে—ঠাণ্ডা জলই দিতে হবে। পাড়াগাঁয়ে জল বরফের মত ঠাণ্ডা করিবার উপায়—

জল খুব ঠাণ্ডা করিবার উপায়—

পাঁচ ছটাক নিসাদল আর পাঁচ ছটাক সোরা আলাদা আলাদা জায়গায় বেশ করিয়া গুঁড়া করিয়া একটা বড় মালসা বা গামলায় রাখ। তারপর তাতে সের খানেক জল ঢেলে দাও।

তিন পোয়া আধ সের জল ধরে এমন একটা গ্লাস বা ঘটিতে জল দিয়া ঐ গামলার ভিতর বসাইয়া দাও; দেখ, যেন গামলার জল ঘটিতে না ঢুকে। একটু পরেই ঘটির জলটা বরফের মত ঠাণ্ডা হ'বে—এখন এই ঘটীর জল পিচকিরি করে দিলে, প্রায় বরফ জল দেওয়ারই কাজ হবে। পেটে যদি ঠাণ্ডা দিতে হয়, পেটের উপর ঐ গামছা এমনি জুতবরাত করে তুলে ধর যে গামলার ঠাণ্ডাটা রোগীর পেটে লাগে অথচ চাপটা না পায়। ঠাণ্ডাটা লাগানই দরকার।

পথ্য—ঠাণ্ডা পানীয়। গরম দুধ, গরম জল প্রভৃতি কোন গরম জিনিষই দেবে না। চিবাইয়া খাইতে হয় এমন কোন জিনিষই খাইতে দিও না।

মেয়েদের অতিরিক্ত রক্তস্রাব

"দু" কারণে মেয়েদের মাসিক রক্তস্রাবের আধিক্য হইতে পারে। জরায়ুঘটিত কোনরূপ পীড়া হইলে অথবা সাধারণ দুর্ব্বলতার দরুণ।

জয়ায়ু বা তৎসংক্রান্ত হইলে পূর্ব্বাহ্নে শীত বা কম্প হয়, মুখ চোখ লাল হইয়া উঠে—আর দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত হইলে মুখ চোখে যেন রক্ত নাই এইরূপ ফ্যাকাসে ভাবাপন্ন হয়—যে করণেই হউক না কেন,

বেশী বেশী রক্তস্রাব হইলে—

রোগিণীকে চিৎ হইয়া তাকিয়ার উপর পা তুলিয়া শুইয়া থাকিতে বলিবে। যত স্থির থাকিবেন ততই ভাল—এই কারণে এ রোগে বিছানার এ পাশ ও পাশ করা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হয়।

ঠাণ্ডা জলে কাপড় ভিজাইয়া তলপেটের উপর রাখ। পেটে ঠাণ্ডা লাগুক। হয় খুব ঠাণ্ডা আর না হয় খুব গরম এ দু'য়ের একটা পাইলে তবে রক্তস্রাব বন্ধ হইবে। বরফের ব্যবস্থা করিতে পারিলে খুবই ভাল হয়।

রক্তস্রাবের সময় কুকুরশোকার রস (কুকসিমাও বলে) অথবা দুর্ব্বার রস অথবা বাসকপত্রের রস অথবা বিশল্যকরণীর রস এক ছটাক মাত্রায় দিনে তিনবার কিঞ্চিৎ কাশীর চিনির (অভাবে

মিশ্রীর গুঁড়ার সহিত খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়। সরিষা প্রমাণ আফিং (দিনে সকাল বিকাল দু'বার) খাওয়াইলে সত্বরেই রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যাইবে।

ডাক্তারী Calcium Lactate (ক্যালসিয়ম্ ল্যাকটেট্—বড়ি ঔষধ,) সকাল বিকাল সন্ধ্যা, রোজ তিনবার, প্রত্যেকবার দু'টী বটী জলের সহিত খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়। অভাবে আধ ছটাক মাত্রায় তিনবার চূণের জল খাওয়াইলেও উপকার হইবে।

জরায়ুর দোষঘটিত রক্তস্রাব হইলে চিকিৎসকের ব্যবস্থা করাই কর্ত্তব্য। উপরে যে গুলি বলিলাম ইহাই আশু প্রতিকারের উপায়, রোগটাকে আমূল নিরাময় করিতে হইলে চিকিৎসকের ব্যবস্থা লওয়া কর্ত্তব্য।

সতর্কতা—রোগী বেশী বেশী দুর্ব্বল হইতেছে বলিয়া এ সময় কোন ক্রমেই ব্রাণ্ডি প্রভৃতি উত্তেজক ঔষধ দিও না, বা গরম জল, গরম দুধ প্রভৃতি খাওয়াইও না। যা কিছু দিতে হইবে সবই শীতল, এইটী মনে রাখিও। পথ্যাদি—ডাবের জল, মিশ্রীর সরবৎ, ফলের রস, দুধ প্রভৃতি।

সতর্কতা

এ অবস্থায় প্রায়ই মাথা ঘোরে শিরঃপীড়া হয়, মাথায় বরফ প্রয়োগ করিলে অবিলম্বেই সুস্থ হয়।

প্রসবের পর অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে—

প্রসবের পর অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব হইলে পূর্ব্বোক্ত-ভাবে শোয়াইয়া রাখ, ঐ সব ঔষধ খাওয়ান, পেটে বরফ প্রয়োগ

করা, প্রসব দ্বারের মধ্যে বরফ জলের অথবা খুব গরম জলের পিচকারী দেওয়া ভিন্ন অন্য কিছু ঘরে ঘরে করা যায় না।

যদি চিকিৎসক আসিতে বিলম্ব হয়—পরিষ্কার পাতলা ন্যাকড়ায় চারি অঙ্গুলি প্রমাণ ফালি করিয়া; ঐ ন্যাকড়া বরফ জলে, বরফ না পাওয়া যায় ফট্‌কিরীর জলে ডুবাইয়া প্রসব দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া বেশ করিয়া ঠাসিয়া যোনীপথ বন্ধ করিয়া রাখ। এবং অর্দ্ধগ্রেণ আফিং, একড্রাম (৬০ ফোটা) Liquid extract of ergot) মিশাইয়া একটু জল দিয়া তিন ঘণ্টা অন্তর এক একবার খাওয়াও। যদি Calcium lactate পাও তাহারও দু'টী বড়ি, ঔষধ খাওয়াইবার ১ ঘণ্টা পরে পরে—তিন তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াও—ইহার অধিক এ রোগে ঘরে ঘরে কিছু করিতে পারা যাইবে না। তবে যতটুকু বলা হইল সেই-টুকুই বিবেচনা পূর্ব্বক যথাযথ করিতে পারিলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুফল পাইবে।

ছেলেদের নাভি হইতে রক্তস্রাব

নাড়ী বাঁধিবার বাঁধন খুলিয়া গিয়া অথবা ছয় সাত দিনের দিন অর্থাৎ নাভী খসিয়া পড়িবার সময় রক্তস্রাব হইতে পারে। প্রথমে নাইয়ের উপর অল্প পরিমাণে বোরিক এ্যাসিড ছড়াইয়া দাও, কিছু ডাক্তারী তূলা (absorbent cotton) লইয়া উহার উপর চাপা দিয়া অল্প একটু চাপ দিয়া প্রশস্তভাবে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দাও। সাধারণতঃ জলে ফট্‌কিরী গুলিয়া ঐ জল নাভিতে দিয়া তার উপরে তূলা দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়—এ প্রথাও খুব ভাল, ইহাতেও রক্ত বন্ধ হয় এবং ভবিষ্যতে বিপদ আপদ ঘটে না।

যে সব রোগে রক্তস্রাব হইয়া বিপদ ঘটিতে পারে তাহা বলিলাম ; এইবার আঘাত জনিত রক্তপাতের কথা বলিব—

আঘাত জনিত রক্তপাত

সামান্য রক্তপাত

শরীরের যে কোন স্থান কাটিয়া বা থেঁতলাইয়া গিয়া রক্তপাত হইতে থাকিলে (অবশ্য যদি শিরা বা কালশিরা না কাটিয়া গিয়া থাকে, শিরা বা কালশিরা কাটিয়া গেলে কি প্রকারে রক্ত বন্ধ করিতে হয়, তাহা এর পরই বলিব)—নিম্নলিখিত যে কোন একটী ব্যবস্থা করিলেই উপকার হইবে।

রক্তপাত নিবারণের মুষ্টিযোগ

কাটা জায়গায়—দুর্ব্বাঘাস চিবাইয়া বাঁধিয়া দিলে রক্ত বন্ধ হয়।

গোয়ালে লতার পাতা হাতে রগড়াইয়া ক্ষত জায়গায় দিয়া চাপিয়া বাঁধিয়া দিলে রক্ত বন্ধ হয়—জোড়া লাগে।

রেড়ীর তেল দিয়া বা হলুদের গুঁড়া দিয়া বাঁধিয়া দিলেই রক্ত বন্ধ হয়—জোড়া লাগে।

বিশল্যকরণীর পাতা রগড়াইয়া বাঁধিয়া দিলে অতি সত্বরে জোড়া লাগে।

গাঁদার পাতা ছেঁচিয়া অথবা টেপারীর পাতা দিয়া বাঁধিয়া দিলে, অথবা কালকচুর মাজ বাটিয়া দিলে অতি সত্বর রক্ত পড়া বন্ধ হয়, জোড়া লাগে ও ঘা হয় না।

মাথা ফাটিয়া গেলে—ন্যাকড়া পোড়া ছাইয়ের সঙ্গে একটু চূণ মিশাইয়া ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দাও।

শিরা বা কালশিরা কাটিয়া গেলেই বেশী বেশী রক্তপাত হয়, কি ভাবে তাহা বন্ধ করিতে হয়, এইবার তাহাই বলি।

শির কাটার রক্ত বন্ধ করিবার উপায়

কোন জায়গায় শির কাটিয়া গেলে, কি ভাবে কোথায় চাপ দিয়া রক্ত বন্ধ করিতে হয়, তাহা বলিতেছি।—

শরীরের মধ্যে শিরা দিয়া সর্ব্বত্র রক্ত যায় এবং কালশিরা দিয়া আবার সেই রক্ত বুকের মধ্যে ফিরিয়া আসে। রক্ত যখন শিরের ভিতর দিয়া যায়, তখন তাহার বর্ণ লাল, আর যখন কাল-শিরার ভিতর দিয়া ফিরিয়া আসে, তখন তাহার বর্ণ কালচে (অর্থাৎ ঘোর লাল বা Dark Red) রক্ত বাহির হইবার প্রকৃতি দেখিয়াই শির কাটিয়াছে, কি কালশিরা কাটিয়াছে (সুতরাং চাপ ঊর্দ্ধে দিব কি নিম্নে দিব) তাহা বুঝিতে পারা যায়।

শির কাটা রক্ত, (অর্থাৎ লাল বর্ণের ফিন্‌কী ছোটা রক্ত) বন্ধ করিবার জন্য চাপ দিতে হয়,—কাটা শিরটার একটু ঊর্দ্ধভাগে। আর কালশিরা কাটার রক্ত বন্ধ করিবার জন্য চাপ দিতে হয় কাটা জায়গায় একটু নিম্নে। ইহাই সাধারণ নিয়ম, তবে মাথার কিম্বা ঘাড়ের কোন জায়গা কাটিয়া গেলে উল্টা ভাবে অর্থাৎ টুকটুকে লাল রক্ত বাহির হইলে নীচে এবং কালচে রক্ত বাহির হইলে কাটার ঊর্দ্ধে চাপ দিতে হয়।

শিরের রক্তের—(Artery)	কাল শিরার রক্তের—(Veins)
১। রং টকটকে লাল।	১। রং কালচে মত (Dark Red)
২। ফোয়ারার মত ফিনকী দিয়া রক্ত বাহির হয়।	২। সমান স্রোতে ঝির ঝির করিয়া রক্ত বাহির হইতে থাকে।
[একবার আস্তে একবার জোরে এইরূপ দমকে দমকে রক্ত বাহির হয়]	শিরার রক্তের ন্যায় বেগে ফিনকী দিয়া বাহির হয় না।]

এইটুকু মনে রাখিলেই, শিরার রক্ত, কি কাল-শিরার রক্ত তাহা বুঝিতে কষ্ট হইবে না।

শরীরের মধ্যে বড় শিরা কাটিয়া গেলে,—রক্ত বন্ধ করা সমধিক কষ্ট সাধ্য এবং প্রায়ই সাংঘাতিক হয়। কাল শিরা কাটার রক্ত চাপ দ্বারা শীঘ্রই বন্ধ হয়,—এবং প্রায়ই কোন বিপদ আপদ ঘটে না।

শির বা কালশিরা কাটিয়া রক্ত বাহির হইতে থাকিলে কি করিবে—

রক্তপাতে কি করিবে

রোগীকে শোয়াইয়া দাও, (বসিয়া থাকা অপেক্ষা শুইয়া থাকিলে রক্ত কম বাহির হইবে) আহত অঙ্গ শরীর অপেক্ষা উঁচু করিয়া ধরিয়া রাখ (দরকার হয়ত অঙ্গটিকে তাকিয়া বালিসের উপর রাখ), যে স্থানটী কাটীয়াছে তার কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে শিরের উপর বুড়ো আঙ্গুলের চাপ সজোরে দিয়া ধরিয়া থাক। ইতিমধ্যে অন্য একজন একটী ছোট শক্ত ঢিল ন্যাকড়া জড়াইয়া লও। এইবার ঐ ঢিলটী যে স্থানে চাপ দেওয়ায় রক্ত বন্ধ হইয়াছে, তাহার অব্যবহিত

সন্নিকটে রাখিয়া খুব জোরে কাসিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দাও। ব্যাণ্ডেজের ভিতর একটী শক্ত কাটি বা শিক প্রবেশ করাইয়া দিয়া পাক দাও—তাহা হইলেই উত্তমরূপে আঁটা যাইবে [চিত্র দেখ] আগে শিরার রক্তস্রোত বন্ধ করিয়া পরে অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিবে।

শিরা হইতে রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার পর,—একখানা পরিস্কার ন্যাকড়া ৪।৫ পুরু করিয়া ক্ষতের মুখে দিয়া তদুপরি লম্বা ন্যাকড়ার খাদি দ্বারা বেশ কসিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিবে—ক্ষত মুখে ব্যাণ্ডেজ করিবার সময় ক্ষতের ভিতর যদি কোন ময়লা, মাটী, কাঁকর, কাচ প্রভৃতি থাকে যতদূর পার বাহির করিয়া দিও—কিন্তু তাই বলিয়া বেশী খোঁচাখুঁচি করিও না। ক্ষতের উপর যে সব রক্ত জমাট বাঁধিয়াছে সে গুলিকে ভাঙ্গিয়া দিও না।

ঔষধ

কোথায় চাপ দিলে কোথাকার রক্ত বন্ধ হইবে—

মণিবন্ধে (যে স্থানে নাড়ী দেখে) চাপ দিলে হাতের তালুর রক্ত বন্ধ হইবে।

কনুয়ের (ভিতর দিকে) চাপ দিলে হাতের রক্ত বন্ধ হইবে।

হাতের গুলে যেখানে কুস্তিগীরেরা তাল ঠোকে তারই ভিতর পিঠে চাপ দিলে—উপর হাতের নিম্নার্দ্ধ ভাগের রক্ত বন্ধ হইবে।
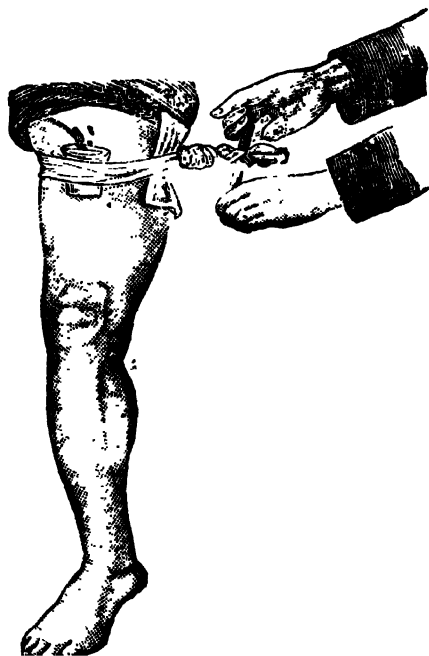
রক্ত বন্ধ হইবে তাহার নিদর্শন
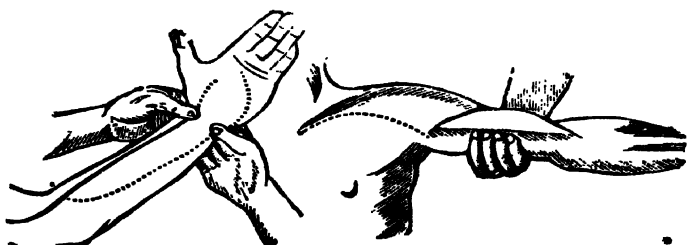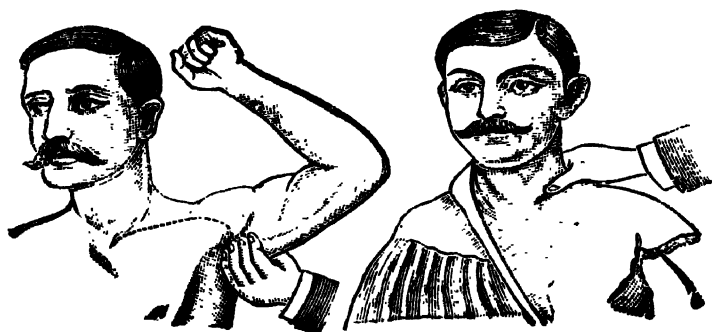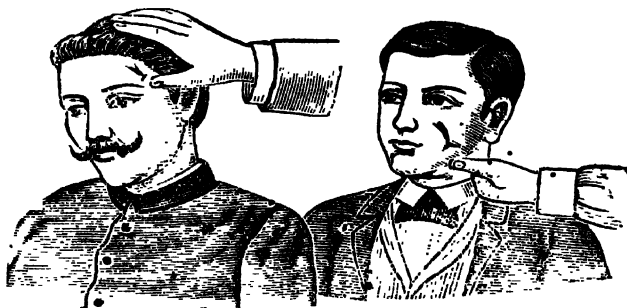
কণ্ঠার নীচে টিপিলে—বাহুমূলের অর্থাৎ যেখান হইতে হাত বাহির হইয়াছে তথাকার রক্ত বন্ধ হইবে।

উরুতের মধ্যস্থলে টিপিলে—নিম্ন পায়ের চেটোর এবং হাঁটুর ঠিক উপরে টিপিলে—পায়ের এবং তল পা যেখানে যোড়া আছে সেই উঁচু হাড়ের গিঁটের দু'পাশে টিপিলে—পায়ের চেটোর রক্ত বন্ধ হইবে।

চিত্রে বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া পার্শ্বে এ বিষয়ের চিত্র দিলাম।

সতর্কতা—

রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে বলিয়া কোনরূপ ব্রাণ্ডি, রম প্রভৃতি মাদক দ্রব্য দিও না, বা বেশী নড়া চড়া করিতে দিও না। যতদূর সম্ভব রোগীকে স্থিরভাবে রাখিবে। লঘু পথ্য দিবে। কাটাস্থান বাঁধার পর আর ২৪ ঘণ্টার পূর্ব্বে খুলিবে না। যদি কাটার দরুণ জ্বর হয়,—তাহা হইলে চিকিৎসকের ব্যবস্থা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, কারণ—ধনুষ্টঙ্কার হইবার সম্ভাবনা। যে সব ন্যাকড়া প্রভৃতি ব্যবহার করিতেছ সে গুলি যেন পরিষ্কার হয়, কদাচিত অপরিষ্কার বা একবার ব্যবহার করা ন্যাকড়া সাবান দিয়া না ধুইয়া পুনর্ব্বার ব্যবহার করিও না।

ভাঙ্গা কিম্বা মচকান—(Fracture and Sprain)
হাতের যোড় খোলা—(Dislocation)

পড়িয়া গিয়াই হউক, ভারী দ্রব্য তুলিতেই হউক, অথবা লাঠী প্রভৃতির আঘাতেই হউক হাড়ের যোড় খুলিয়া, অথবা ভাঙ্গিয়া কিম্বা মচকাইয়া যাইতে পারে। এরূপ হইলে কাল বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য। কারণ দেরী হইয়া গেলে, সুচিকিৎসকের সাহায্য সত্বেও হাড়টী পুনর্ব্বার আর স্বস্থানে ভাল করিয়া ঠিক ভাবে বসে না। তবে প্রকৃত হাতে কলমে শিক্ষা না থাকিলে, কেবল মাত্র বই পড়িয়া বা চিত্র দেখিয়া এ সম্বন্ধে ঠিক মত জ্ঞান লাভ করা দুরূহ, অপিচ কিছুই না জানা অপেক্ষা যতটুকু জানা যায় এবং কার্য্যক্ষেত্রে কাজে লাগাইতে পারা যায় ততটুকুই মঙ্গল, এই ভাবিয়া যতদূর সম্ভব সরল ভাবে ইহা লিখিত হইল—

যদি কোন স্থানের হাড় স্থানচ্যুত (Dislocate) হয়, স্থানচ্যুত অঙ্গের উঁচুদিকে এক হাত দিয়া ধর, অপর হাতে চ্যুত অঙ্গটী ধরিয়া টান। কোথায় খুলিলে কোথায় টান দিতে হয় বলিতেছি—

কোথায় খুলিলে—কোথায় টান দিতে হয় ?

আঙ্গুলের গাঁট খসিলে বাম হাত দিয়া আহত স্থানের ঊর্দ্ধে ধর,   ডান হাত দিয়া আঙ্গুলের ডগা ধরিয়া টান

কব্জি " " উপর হাতে ধর " চেটো " "

কমুই " " উপর বাহুর গুলে ধর " নীচের হাতটা "

বাহুমূল " " ঘাড় ধর " বাহুর গুলের নীচে "

কণ্ঠার হাড় " " সবটিকে সোজা করিয়া ধরিয়া বাহুমূল ধরিয়া হাতখানিকে ঊর্দ্ধে তোল।

পায়ের আঙ্গুলের চেটোর, অথবা হাটুর জোড় খুলিলে তৎতৎ অঙ্গের উঁচু স্থানে ধর এবং (ভাঙ্গার নীচে) ভাঙ্গা অঙ্গ ধরিয়া টান দাও। ইহাই সাধারণ রীতি। ইহার পর যথারীতি ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দাও।

আঙ্গুলের গাঁটটী ধরিতে অসুবিধা হইলে ডগায় একটী ন্যাকড়া জড়াইয়া দড়ি বাঁধিয়া ঐ দড়ি ধরিয়া টান। পায়ের আঙ্গুল খুলিলে ঐ একইরূপ প্রক্রিয়া করিতে হয়।

জোড় খুলিয়া গেলে কিম্বা হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে—সেই সেই অঙ্গ নড়বড় করে—অর্থাৎ আদৌ জোর থাকে না বা রোগী ইচ্ছাক্রমে নাড়াইতে পারে না। মচকাইয়া গেলে বেদনা অধিক হয় কিন্তু আংশিক ভাবে রোগী নাড়াইতে পারে। ভাঙ্গা বা হাড় খোলার সঙ্গে মচকানর এই তফাৎ।

ভাঙ্গিয়া বা মচকাইয়া গেলে—হাড়টীকে যথাস্থানে, বা যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক স্থানে আনিয়া নীচে একখানি তক্তা বা প্যাড দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিবে। কি নিয়মে ব্যাণ্ডেজ করিতে হয় তাহা এর পরই বলিব।

মচকান বা দরদ লাগার ঔষধ

রোগীকে স্থিরভাবে শোয়াইয়া রাখ, যদি হাত পা ভাঙ্গিয়া থাকে (প্রায়ই ভাঙ্গে না—মচকাইয়া যায়) শক্ত সোজা কাটী (যেমন শরের কাটী কিংবা বাঁশের বাখারি) ভাঙ্গা জায়গার কিছু উপর হইতে নীচু পর্য্যন্ত দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া দাও। হাড় স্থানচ্যুত হইলে চিকিৎসক ব্যতীত কি করিতে হয় তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ অবস্থায় রোগীকে স্থির রাখাই কর্ত্তব্য।

অপামার্গ (চচ্চড়ে) বাটিয়া ব্যথায় প্রলেপ দিলে, খুব শীঘ্র মচকানর ব্যথা দূর হয়।

নুনের 'পুটলী' করিয়া সেক দেওয়াও ভাল।

নুনে-হলু'দ প্রলেপ দিলে ব্যথা যায়।

গুড়ে চুণেও খুব ভাল।—আগে চুণ দিয়া পরে গুড় দিতে হয়।

ভাজা তেঁতুল বীজের সহিত সিমুখোর ডাঁটা বাটিয়া লাগাইলে, অথবা কাঁচা তেঁতুল পোড়াইয়া একটু সোরা সহ মিশাইয়া লাগাইলে উপকার হয়।

থেতলাইয়া গেলে—যতদূর সম্ভব মাংসগুলিকে তাহাদের স্বস্থানে বসাইয়া দিয়া রেড়ার তৈল ও হলুদ দিয়া বেশ করিয়া বাঁধিয়া দিলে বেদনা ভাল ও জোড়া লাগা দুই-ই খুব শীঘ্র হইবে।

ভাঙ্গা মচকানর কথা বলিলাম এইবার তদানুসঙ্গিক ব্যাণ্ডেজ ও বহন প্রণালীর কথা বলিব।—

আঘাতের চোটে রোগী অজ্ঞান হইয়া গেলে কি করিবে ?

প্রথমেই মুখে চোখে বুকে—ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দাও। নিশ্বাস বহিতেছে কি না দেখ, ঘাসের ডগা নাকের নিকট ধরিলেই বুঝিতে পারিবে, যদি ঠিক না বুঝিতে পার, আয়না ধর—(নিশ্বাস থাকিলে আয়নায় দাগ পড়িবে) যদি দম বন্ধ হইয়া থাকে 'কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস বহাবার চেষ্টা কর (কি উপায়ে ইহা করা যায় "জলে ডোবা বলিবার সময় তাহা বিশদভাবে বলিয়াছি—তথায় দেখ।) একদিকে ইহা কর, সঙ্গে সঙ্গে যদি অধিক রক্তস্রাব হইতে থাকে, তাহা নিবারণের ব্যবস্থা কর। (রক্তস্রাব নিবারণ কি ভাবে করিতে হয়, তাহা এই মাত্র পূর্ব্ব অধ্যায়েই বলিয়াছি) রোগী যদি গিলিতে পারে ঠাণ্ডা জল খাওয়াইয়া দাও। এ সময়ে ব্রাণ্ডী বা কোনরূপ উত্তেজক ঔষধ কদাচ দিও না, তাহাতে ফল খারাপ হইবে।

বেশী বেশী রক্তস্রাব হইতে থাকিলে ব্রাণ্ডী দিতে নাই, কারণ তাহাতে রক্তস্রোত দ্রুত হওয়ায় রক্তস্রাব বাড়ায়—আবার গুরুতর আঘাতে বাহ্যিক রক্তপাত না দেখিতে পাওয়া গেলেও—আভ্যন্তরিক রক্তস্রাব ঘটিতে পারে, সুতরাং ব্রাণ্ডী, রম প্রভৃতি না দেওয়াই কর্ত্তব্য—ঠাণ্ডা জল খাওয়ানই সকল দিকে সুবিধাজনক।

এইবার যে যে অঙ্গে আঘাত হইয়াছে তাহার তদ্বির কর, কি ভাবে তাহা করিতে হইবে উপরেই বলিয়াছি।

যদি দূরবর্ত্তী জায়গায় ঘটনা হয় তাহা হইলে—

রোগীকে স্থানান্তরিত না করিয়া সেই খানেই ব্যাণ্ডেজ কর, আবশ্যক হয় পরিধানের কাপড় ছিঁড়িয়া তখনই ব্যাণ্ডেজ তৈয়ারী করিয়া লও, ব্যাণ্ডেজ করার পর বহন করিয়া আনাই ভাল।

রোগীকে যদি ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া পূর্ব্বে বা পরে স্থানান্তরিত করিতে হয়, তাহা হইলে—আহত অঙ্গে যেন কোনরূপ জোর না পায় এবং আহত অঙ্গ যেন নড়া চড়া করিতে না পায়।

রোগীর মাথা শরীরের সহিত সমান রাখিয়া যেন কোমরে, পাছায়, ঘাড়ে, হাঁটুর একটু উঁচুতে ও নীচের দিকে হাত দিয়া বহন করা হয়।

সতর্কতা—রম, ব্রাণ্ডী প্রভৃতি যেন না দেওয়া হয়। ঠাণ্ডা জলই দরকার। জলের পাত্র খুঁজিতে যেন সময় না যায়,—অভাবে নিজের পরিধেয় বস্ত্র ভিজাইয়াও জল দিবে, অন্যথা করিও না।

সতর্কতা

ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার প্রক্রিয়া

ব্যাণ্ডেজ করিবার নিয়ম অনেক প্রকার, সে সব পূর্ব্ব হইতে বিশেষ ভাবে শিক্ষা না করিয়া রাখিলে ঘরে ঘরে করা যায় না

আবার সময় মত সব রকম জিনিষপত্রও গৃহস্থ ঘরে মেলে না। যাই হউক যে সব নিয়মের কথা বলিতেছি, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিলে অনেক সময়ই মোটামুটি কাজ চলা মত হইবে—

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যাণ্ডেজ ২ ইঞ্চি ২॥০ আড়াই ইঞ্চি চওড়া হইলেই চলে। পেটের উপর বাঁধিবার ব্যাণ্ডেজ ৩ ইঞ্চি বা ৩॥০ ইঞ্চি চওড়া হওয়া উচিত।

ব্যাণ্ডেজ খুব কসিয়া বা নিতান্ত আলগা করিয়া বাঁধিও না। কসিয়া বাঁধিলে উপযুক্ত রক্ত সঞ্চালন না হইতে পাওয়ায় অঙ্গটী সঙ্কুচিত হইয়া— যাইবে। অনেক সময় এই দোষেই অঙ্গটী চিরকালের জন্য মূঢ় হইয়া যায়। নখে চাপ দিলে একটা সাদা দাগ হয়, চাপ সরাইবার পর সঙ্গে সঙ্গে ঐ দাগ মিলাইয়া যায়—যদি চাপ সরাবার পরও সাদা দাগটী যাইতে বিলম্ব হয়, উপযুক্ত ভাবে সেই অঙ্গের নখ টিপিয়াই ইহার পরীক্ষা করা হয়। আলগা করিয়া বাঁধিলে ফসকাইয়া যাইবে—স্নুতরাং না কসা না আলগা অর্থাৎ দুয়ের মাঝামাঝি বাঁধিবে। স্তনের ডগা (চুচুক) নাভির গর্ভ এবং অন্যান্য স্বাভাবিক ছিদ্র ঢাকিয়া কখনও ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবে না। সেই সেই জায়গা ফাঁক রাখিবে।

ব্যাণ্ডেজের ফালি যেন কোঁচকাইয়া না থাকে, কোঁচকাইয়া থাকিলে আলগা হইয়া যাইবে।

ব্যাণ্ডেজ নীচু হইতে উঁচু অভিমুখে জড়াইতে হয়। একটী পর্দ্দার উপর আর একটী পর্দ্দা জড়াইবার সময় অন্ততঃ পূর্ব্ব পর্দ্দার অর্দ্ধেক টুকু ঢাকিয়া জড়াইতে হয়। [চিত্র দেখ]

কোন জায়গায় ফাঁক না থাকে, ফাঁক থাকিলে সেই জায়গায় প্রদাহ হইয়া ফুলিয়া উঠিবার সম্ভাবনা।
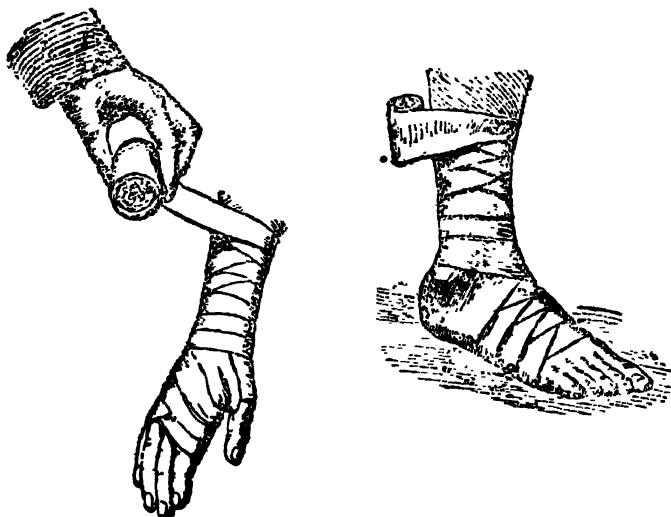
মোটের উপর বেশ দৃঢ়, প্রশস্ত ও সমস্ত জায়গায় যেন সমান চাপ হয় এমনভাবে নীচু হইতে ক্রমশঃ উঁচু দিকে না আল্‌গা না কসা ভাবে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবে—ইহাই ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার রীতি।

চিত্র দেখিয়া কোথায় কি ভাবে জড়াইয়া দিতে হয়, তাহা বুঝিবার সুবিধা হইবে ভাবিয়া বিভিন্ন জায়গার ব্যাণ্ডেজের চিত্র দিলাম—এইটী মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিলেই—মোটামুটি বুঝিতে পারা যাইবে এবং কার্য্যক্ষেত্রে কাজে আসিবে। পর পৃষ্ঠায় চিত্র দেখুন।

বিভিন্ন স্থলের ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার নিদর্শন ।

আহত ব্যক্তির বহন-প্রণালী

ঘটনা দূরে হইলে আহত ব্যক্তিকে বহন করিয়া আনিবার জন্য নানান রকম কৌশলের ব্যবস্থা আছে। মোটের উপর একখানা তক্তার (যেমন দুয়ারের কপাট) অথবা খাটিয়ার উপর রোগীকে শোয়াইয়া আনিতে পারিলেই ভাল হয়।

হাতে করিয়া বহন করিয়া আনিতে হইলে, অথবা রোগীকে তক্তার উপর তুলিয়া আনিতে হইলে এই কয়টী বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে—

আহত স্থানটীতে যেন জোর না লাগে—বেশী নড়াচড়া না হয়। বহন বা উত্তোলন কালে রোগীকে চক্ষু মুদ্রিত করিতে বলিবে। বহন বা উত্তোলন সময়ে ঘাড়ে কোমরে, পাছায়, উরুতে এবং পায়ে যেন হাত দেওয়া হয়। বহন সময়ে আগে মাথার দিকের লোক চলিবে। যদি খুব উচুতে উঁঠিতে হয় পায়ের দিক আগে করিয়া উঠাইবে, নীচে নামিতে হইলে মাথার দিক আগে করিয়া নামাইবে। উঠাইবার নামাইয়া রাখিবার সময় সকলেই এক সঙ্গে আস্তে আস্তে উঠাইবে বা নামাইবে ; হঠাৎ কোন দিক অসমান ভাবে উঠাইও না হঠাৎ ছাড়িয়া দিও না।

দু' জনেও বহন করিয়া আনা যায়, তবে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত রোগীকে অন্ততঃ তিনজন মিলিয়া বহন করাই ভাল।

নিম্নের চিত্রে তিন জনে কি ভাবে বহন করিতে পারে তাহাই দেখা যাইবে—

গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত রোগীকে কি ভাবে বহন করা হইতেছে লক্ষ্য করুন—
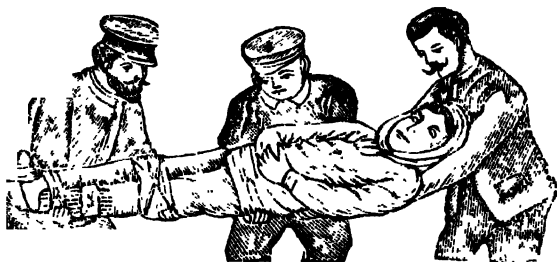
চিত্রের মাথার দিকের ব্যক্তি কেমন ভাবে মাথা ও ঘাড় এক সঙ্গে ধরিয়াছে দেখুন।

পার্শ্বের ব্যক্তি হাত দিয়া কি ভাবে কোমর ও পাছা ধরিয়াছে লক্ষ্য করুন।

পায়ের দিকের ব্যক্তি— কেমন ভাবে উরুতে ও পায়ের গোছে হাত দিয়া ধরিয়াছে দেখুন।

এই তিনটী লোকের ধরিবার কায়দা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই— এ বিষয়ে যাহা কিছু সঙ্কেত জানার দরকার তাহা হইল—এবং কার্য্যক্ষেত্রে এই শিক্ষাটাই বিশেষ কাজে লাগিবে—ইহা নিঃসন্দেহ।

নাকে, কাণে, গলায় কিছু প্রবেশ করিলে

ছোট মটর, শ্লেট পেনসিল, কাঁকড় কিম্বা পোকা-মাকড় হঠাৎ প্রবেশ করিলে কি করিতে হয়।—

নাকে কিছু প্রবেশ করিলে—যে নাকটীতে কিছু প্রবেশ করে নাই, আঙ্গুল দিয়া সেই নাকটী টিপিয়া ধরিয়া খুব জোরে হঠাৎ নিশ্বাস ছাড়।

নাকে কাটী দিয়া কিম্বা নস্য লইয়া হাঁচ। যদি ইহাতেও না বাহির হয়, জলে কিঞ্চিৎ সরিষা গুড়াঁ মিশাইয়া খাওয়াইয়া দাও—জোরে বমি হইবে; বমির সময় মুখ বন্ধ করিয়া ধর নাক দিয়া বেগে বাহির হইবে—ঐ ধাক্কায় নাকের ভিতরকার আটকান জিনিষটাও বাহির হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

যদি পার, শন্না দিয়া জিনিষটাকে ধরিয়া আস্তে আস্তে বাহির করিয়া দাও; কিন্তু সাবধান যেন খোঁচা দিয়া উপরের দিকে ঠেলিয়া দিও না। অল্প-সল্প চেষ্টাতে যদি না বাহির হয় খোঁচাখুঁচি করো না—আপনিই বাহির হইয়া যাইবে।

জোঁক ঢুকিলে জলে লবণ গুলিয়া তাহারই নস্য লইলে জোঁক বাহির হইয়া যাইবে।

কাণে কিছু প্রবেশ করিলে—

ছোট পোকা বা পিঁপড়ে ঢুকিলে সরিষার তৈল (সহ্য হয় এমন) গরম করে, ফেঁাটা ফেঁাটা করিয়া দাও।

মটর বা অন্য কিছু ঢুকলে সেই কানটা নীচু করে (মাথাটা বাঁকাইলেই কাণটা নীচু হবে) বিপরীত কাণটার উপর হাতের তেলো দিয়ে চাপ দাও—খুব সম্ভব এতেই বেরিয়ে যাবে।

জল ঢুকিলে—সেই কানে আর একটু জল দিয়া হঠাৎ কাণটা কাত করে বিপরীত কাণের কাছে মাথায় আস্তে আস্তে ঘা দাও—জল বাহির হইয়া যাইবে।

তালা লাগিলে—খুব জোরে নিশ্বাস লও। নাক, মুখ বন্ধ করিয়া নিশ্বাস বাহির করিবার জন্য চেষ্টা কর। কাণের তালা ছাড়িয়া যাইবে—বার দুই তিন এইরূপ করিলেই আরোগ্য হইবে।

চোখে কিছু পড়িলে—

চোখের ভিতর পোকা পড়লে—চোখ রগড়াবে না। পরিষ্কার পাতলা ন্যাকড়া দিয়ে আস্তে আস্তে বাহির করে দাও, কুটা পড়লেও ঐরূপ ব্যবস্থা করিবে।

চুণ বা রং পড়িলে—ঝেড়ে ফেল, বাকীটুকু যতদূর সম্ভব আস্তে আস্তে এক ভাগ ভিনিগার ও পাঁচ ভাগ ঠাণ্ডা জল একসঙ্গে মিশাইয়া, অভাবে ঠাণ্ডা জলে কাগজি বা পাতি লেবুর রস মিশাইয়া বেশ করিয়া চোখ ধুয়ে ফেল। তার পর আস্তে

আস্তে olive তৈল কিম্বা পরিষ্কার বেড়ীর তৈল চোখে দাও। কদাচিৎ চোখ রগড়াইও না।

ধাতুর টুকরা ঢুকিলে—(কামারের দোকানে প্রায় এরূপ ঘটনা ঘটে) এক ছটাক জলে এক রতি তুঁতে গুলিয়া ঐ জল দিয়া চোখ ধোয়াইয়া দাও। পাতলা শন্নার পাশ দিয়া টুকরাটি বাহির করিয়া ফেল। (ডগা দিয়া ধরিবার চেষ্টা করিও না তাহাতে খোঁচা লাগিবার সম্ভাবনা।)

বাজি পোড়াইতে—গিয়া চোখে আঘাত লাগিলে কিম্বা রেল ভ্রমণের সময় চোখে উত্তপ্ত কয়লার গুঁড়া পড়িলে ফোটা কয়েক পরিষ্কার বেড়ীর তৈল (castor oil) চোখের ভিতর দাও। চোখ রগড়াইও না। যদি বোরিক এ্যাসিড (Boric Acid) পাও তাহা হইলে (একটী রূপার দুয়ানীর উপর যতটুকু ধরে ততটুকু এ্যাসিড এক ছটাক রেড়ীর তৈলে মিশাইয়া দাও—আরও উপকার হইবে।) রেড়ীর তৈল যেন পরিষ্কার হয়। সরিষা বা নারিকেল তৈল কদাচিত দিও না বা এ প্রকারে পুড়িলে চোখে জল দিয়া ধুইও না।

গলায় কিছু বাধিলে—

মাছের কাঁটা, ছিব্‌নি ডাঁটা, কাঁচা রুটী প্রভৃতি গলায় লাগিতে পারে।

মাছের কাঁটা বা ডাঁটা বাধিয়া গেলে—

শুষ্ক ভাতের ঠোল পাকাইয়া বা পাকা কলা খণ্ড খণ্ড করিয়া

(না চট্‌কাইয়া বা চিবাইয়া) ঘি মাখাইয়া গিলিয়া খাওয়াও। যে ভাবে প্রণাম করে সেই ভাবে বার কতক মুখ টিপিয়া ধরিয়া প্রণাম কর।

পেটের মধ্যে পেরেক, পয়সা মার্বেবল প্রভৃতি গেলে—কোনরূপ জোলাপ দিও না। দুধ প্রভৃতি তরল খাদ্য খেতে দিও না। শটির পালো, পানিফলের পাওলো, ডিম, সুজির মোহনভোগ, পাকা পেঁপে, চিড়ার মণ্ড প্রভৃতি খাওয়াবে। এতে পেটের ভিতরকার দ্রব্যটী এই সব খাদ্যের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে দাস্তর সহিত বাহির হ'য়ে যাবার সুবিধা হবে।

কোন ধাতু দ্রব্য—পেটের ভিতর প্রবেশ করিলে, কোনরূপ অম্ল দ্রব্য খাইবে না—কারণ অম্লে ঐ ধাতু গলিয়া গিয়া শরীরের মধ্যে বিষক্রিয়া ঘটিতে পারে।

কৃত্রিম শ্বাস-বহন প্রণালী

চাপ তুলিয়া লওয়া হইয়াছে

ইহাতে বায়ু ভিতরে প্রবেশ করিবে অর্থাৎ
নিশ্বাস লওয়ার কার্য্য হইবে।
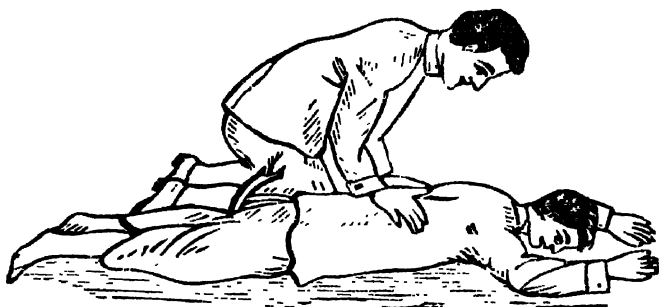
চাপ দেওয়া হইতেছে

ইহাতে পেটে চাপ পড়ায় জল ও বুকে চাপ পড়ায়
বায়ু বাহির হইয়া যাইবে এবং নিশ্বাস ফেলা
অর্থাৎ প্রশ্বাস ক্রিয়ার কার্য্য হইবে।

জলে ডোবা

(৬৫ পৃষ্ঠার ছবি দেখুন)

নিমজ্জিত ব্যক্তিকে জল হ'তে ডাঙ্গায় তোলা হইবামাত্র সেইখানেই—

(১) তার কাপড়-চোপড় ছাড়িয়ে নিয়ে অবিলম্বে তা'কে উপুড় ক'রে শোয়াও। *

(২) সঙ্গে সঙ্গে নাকে মুখে যে সব কাদা মাটী জলাস প্রভৃতি আবর্জ্জনা ঢুকেছে সেগুলা পরিষ্কার ক'রে দাও।

(৩) পাতলা বালিস হ'ক্, কাপড়ের পুটলী হ'ক্ অথবা তার নিজের ডান হাতটাই মাথার নীচে দিয়ে মাথাটা সামান্য একটু উঁচু অথবা এক কাত ক'রে রাখ।—(এতেই জল বেরুতে থাক্‌বে)।

এইবার রোগীর নিচের পাঁজরার উপর তোমার হাত রেখে তিন সেকেণ্ড ধরে তার পিঠে চাপ দিতে থাক। তার পর তাকে আস্তে আস্তে ডান কাত কর, তিন সেকেণ্ড পরে আবার উপুড় ক'রে শোয়াও। †

আবার চাপ দাও—[এই সময় তার নাক মুখ দিয়ে গল গল করে জল বেরুতে থাকবে]—যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই জল বের হওয়া বন্ধ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে এইরূপ করতে থাক।

---

* তাকে তখনই বাটী আন্‌বার জন্য ব্যস্ত হ'বার দরকার নাই, কারণ তাতে সময় যাবে।

† ঘড়ি না থাক্‌লেও সেকেণ্ড গোণা চল্‌বে—

১, ২, ৩, ৪; ৫, ৬; গুণতে যে সময় লাগে, সেইটুকু সময়ই তিন সেকেণ্ড।

[জল বাহির করবার জন্য অনেক সময় পায়ে ধরিয়া ঘোরান অথবা পা উঁচু করে মাথা নীচু করে ধরা প্রভৃতি করা হ'য়ে থাকে—সে সব যেন কদাচিৎ করতে দিও না, বড় পরমায়ুর জোর না থাক্‌লে আর এতে রোগী বাঁচে না। জল বাহির করার জন্য উপরে যে প্রক্রিয়ার কথা বলিলাম তাই যথেষ্ট—তা'র কিছু করবার দরকার হবে না।]

এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহা হইল জল বাহির করিবার প্রক্রিয়া। তবে ইহাতে নিশ্বাস-প্রশ্বাসও ফিরে আসবার সম্ভাবনা। নাক পরীক্ষা করিয়া দেখ নিশ্বাস বহিতেছে কি না, যদি এই প্রক্রিয়াতে নিশ্বাস বইতে আরম্ভ করে থাকে তাহা হইলে আর নূতন কিছু করবার দরকার হবে না, আর যদি নিশ্বাস প্রশ্বাস না ফিরে থাকে, তাহা হইলে "কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস বহাবার প্রণালী" অনুসারে কাজ করে শ্বাস বহাবার চেষ্টা করতে হবে। নিচে সে প্রণালীর কথা লিখে দিলাম—শুধু 'জলে ডোবা' নয়, অন্য যে কোন কারণে নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে গেলে এই প্রণালী অনুসারে কাজ করিতে পারিলে, অতি সহজেই সুফল ফলিয়া থাকে। অনেক কারণেই নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতে পারে—সে সব কথা পরে বলিব।

শ্বাস বহাবার প্রণালী অনেক রকম, কিন্তু জার্ম্মান ডাঃ সফারের (Schaiifer) উদ্ভাবিত প্রণালীই সকল রকমে নিরাপদ, সহজ-সাধ্য এবং শীঘ্র শীঘ্র কাজে লাগাতে পারা যায়। সুতরাং বেশী গোলমালের ভিতর না গিয়ে সেইটি জেনে রাখাই ভাল।

কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস বহাবার প্রণালী

রোগীকে উপুড় করে শোওয়াও, মাথার নিচে কাপড়ের পুটলি একটু দিয়ে উঁচু করে রাখ এবং এক দিকে অল্প কাত করে দাও, হাত দু'টি মাথার দিকে একটু বাঁকিয়ে সোজা করে রাখ।

(১) প্রথমটা নিশ্বাস খুব ধীরে ধীরে বইতে আরম্ভ করে, হঠাৎ বুঝাই যায় না যে নিশ্বাস বইছে। এক টুকরা তুলা বা পাখীর কোমল পালক নাকের কাছে ধরলে অতি মৃদুভাবেও নিশ্বাস বইছে কি না, তা বুঝতে পারবে।

এইবার তুমি রোগীর এক পার্শ্বে তোমার ডান হাঁটু পেতে তার কোমরের কাছে বস। তোমার হাত দু'খানি তার পিঠের শেষ পাঁজরার হাড়ের উপর এমনি ভাবে রাখ যে তোমার বুড়া আঙ্গুল দু'টী যেন প্রায় মাজার উপর শিরদাড়ার কাছে এসে পড়ে।

এইবার উজান ভাবে সামনের দিকে ঝুঁকিয়া আস্তে আস্তে ক্রমশঃ চাপ দাও (চাপ যেন হঠাৎ এবং খুব বেশী জোরে দিও না—তবে খুব আস্তেও না হয়, সম্ভবমত জোর দিবে) এতে নিশ্বাস বেরুবে। [ছবি দেখ]

৪ সেকেণ্ড এই অবস্থায় থাকার পর, তোমার হাতের চাপ কমাবার জন্য (সামনের দিকে ঝোঁকার চেয়ে তাড়াতাড়ি) পিছু দিকে ঝোঁক—এতে নিশ্বাস ঢুকবে। ক্রমাগত এইরূপ

কর্‌তে থাক। কিন্তু কোন সময়ই রোগীর উপর থেকে তোমার হাত তুলে নিও না। [২ ছবি দেখ]

মিনিটে পনরবার হিসাবে ক্রমান্বয়ে এইরূপ করিতে হয়। অধীর হ'য়ো না, সময় সময় রোগী এই প্রক্রিয়ার দ্বারা এক ঘণ্টা পরেও জীবন পাইয়াছে।

[যদি ঘড়ি না থাকে সাধারণ ভাবে ১ ২, ৩, গুণতে যে সময় লাগে সেইটিই এক সেকেণ্ড বলিয়া ধরিয়া লইও। সুতরাং ১ হইতে ১২ পর্য্যন্ত গুণিয়া চাপ দিবে—আবার ঐরূপ ১ হইতে ১২ পয্যন্ত গণনার পর চাপ ছাড়িয়া দিবে—ইহাতে ঘড়ি না থাকিলেও কোন অসুবিধা হইবে না।

সতর্কতা—যখন দেখিবে নিশ্বাস বেশ আপনা আপনি চলিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন আস্তে আস্তে এ প্রক্রিয়া বন্ধ করিবে। হঠাৎ বন্ধ করিও না, কারণ তাহাতে নিঃশ্বাস আবার হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।

নিঃশ্বাস বেশ সহজ ভাবে চলিলে পরে—(তার আগে নয়) রোগীকে আস্তে আস্তে চিৎ করিয়া শোয়াও এবং রোগীর শরীর যাহাতে গরম করিতে পার তাহার চেষ্টা কর।

শরীর গরম করিবার উপায়—

শুক্‌না কাপড়-চোপড় পরিয়ে দাও।

গলা হইতে পা পর্য্যন্ত কম্বল ঢাকা দাও। মুখটা ঢেকে দিও না, তাহা হইলে নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে হিতে বিপরীত হবে।

সঙ্গে সঙ্গে অগুন করে গরম জলের বোতল কিম্বা ইট খুব তাতিয়ে এক ফেরতা কাপড় মুড়ে, কিম্বা শুকনা বালি তাতিয়ে পুটলী করে কিম্বা তাড়াতাড়ি যদি এ সব কিছুই

যোগাড় করিতে না পার, তাহ'লে খুব কসে ন্যাকড়া তাতিয়ে (অবশ্য তা' বলে একেবারে পুড়িয়ে নয়) রোগীর নাইয়ে, দুই বগলে, দু' পায়ের চেটোয়—কম্বলের ভিতর হাত ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বেশ করে সেক লাগাও।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শরীর গরম হ'য়ে উঠবে, তারপর আর সেক করার দরকার নাই।

সেক আরম্ভ করার কিছুক্ষণ পরেই গিলিতে পারিবে এরূপ অবস্থা বুঝিতে পারিলেই—যদি যোগাড় করতে পার একটু ব্রাণ্ডি জলের সঙ্গে মিশাইয়া (১ ড্রাম অর্থাৎ ৬০ ফোঁটা ব্রাণ্ডি ঔষধ খাবার গেলাসের আধ গেলাস জল এই মাত্রায়) চা খাওয়া চামচে করে অথবা চামচ না পাও একটু পরিষ্কার ন্যাকড়া ঐ ব্রাণ্ডি মিশ্রিত জলটায় ভিজাইয়া ফোঁটা ফোঁটা করে, অর্থাৎ খুব কম মাত্রায় দেওয়াই দরকার) নচেৎ এক সঙ্গে খানিকটা ঢেলে দিলে, রোগীও গিলতে পারবে না এবং চাই কি হঠাৎ দম আটকেও যেতে পারে—সেই জন্য প্রথমে ফোঁটা ফোঁটা করে দিবে, পরে—দু' চারবার খাওয়ার পর ক্রমশঃ একটু একটু করে মাত্রা বাড়িয়ে নেবে।

ব্রাণ্ডি না জোটে শুধু গরম জলই ঐরূপ পরিমাণে একটু একটু করে খাওয়াবে—তাতেও কাজ হবে। গরম জিনিষ পেটে পড়লে শরীর শীঘ্রই গরম হ'য়ে উঠবে এবং রোগীও খুব সোয়াস্তি পাবে। তারপর বাটী লয়ে আসিবে।

[কিরূপ ভাবে এমন সময়ে রোগী বহন করিয়া আনিতে হয়, তাহা "রোগী বহন" পরিচ্ছেদে ভাল করিয়া বলিয়াছি, তথায় দেখিয়া লও।

জল গরম কর্‌বার জন্যই হ'ক্, আর সেক কর্‌বার জন্যই হ'ক্ তাড়াতাড়ি আগুন জ্বালতে হ'লে তালপাতা, খড়, পাটের কাটি বা নারিকেলের পালা জ্বেলে আগুন করতে পার, পরে ক্রমশঃ দু'চার খান ঘুটে, বা পাতলা কাঠ দিয়ে আগুনটাকে বজায় রাখবে।

বোতলে গরম জল ভরিতে হইলে—একটা জায়গায় খানিকটা জল খুব গরম করিয়া বোতলের ভিতর ঢাল, বোতলের তিন ভাগ পূর্ণ হইলে আর দিও না। এইবার ভাল করিয়া ছিপি বা কর্ক বন্ধ কর (যেন কাত করিলে বোতলের ভিতরকার জল বেরিয়ে না পড়ে সে বিষয়ে সতর্ক হবে। এইবার বোতলের গাটা বেশ করিয়া শুকনো কাপড় দিয়া মুছিয়া দিয়া সেক আরম্ভ কর—এক সঙ্গে ২টা বোতল জল ভর্ত্তি করিয়া লও তাহা হইলে কাজের সুবিধা হইবে।

জ্ঞান হইয়া জল খাওয়ার পর রোগী যদি ঘুমাইয়া পড়ে, ঘুম ভাঙ্গাইবে না। ঘুম পাওয়াই ভাল, সুতরাং ঘুম না পাইলে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিবে। আস্তে আস্তে মাথায় (গায়ে নয়) পাখার বাতাস করিলেই, রোগী ঘুমাইয়া পড়িবে। ঘুমের পর প্রস্রাব হইয়া গেলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পার।

কিন্তু এখনও সম্পূর্ণভাবে বিপদ যায় নাই—এখনও দু'টি জিনিষের উপর সতর্ক লক্ষ্য রাখিতে হইবে—

(১) ভিতরে কোনরূপ রক্তস্রাব (Internal Hæmmorrhage) হইতেছে কি না? (২) জ্বর হইয়াছে কি না?

<u>ভিতরে রক্তস্রাব হইতেছে কি না? তাহার লক্ষণ</u>—

নিশ্বাস ঘন ঘন পড়া, নাড়া খুব সরু কিন্তু বেগ দ্রুত (quick but feeble pulse) হয়,—ক্রমশঃ

মুখের চেহারা অত্যন্ত ফেকাসে হয়; ছট্‌ফট্ করে; বাতাস কর বাতাস কর ব'লে অস্থির হয়—কিন্তু যত বাতাসই কর কিছুতেই যেন তৃপ্তি হয় না।

অবশেষে ক্রমশঃ নেতিয়ে পড়ে—জ্ঞান লোপ পায়, পরে ঠাণ্ডা ঘাম হ'তে থাকে—কিছুক্ষণ এই অবস্থায় থাকিয়া রোগী মারা পড়ে।

উপরোক্ত লক্ষণসমূহের আরম্ভ দেখ্‌লে নিশ্চয়ই ভিতরে কোন জায়গায় রক্তস্রাব হ'চ্ছে—এইরূপই ঠিক কর্‌বে।

শরীরের ভিতর তিন জায়গায় রক্তস্রাব হবার সম্ভাবনা।

মগজের ভিতর, বুকের ভিতর, পেটের ভিতর।

উপরে রক্তস্রাবের যে সাধারণ লক্ষণের কথা বলেছি তা ছাড়া মগজের ভিতর রক্তস্রাবের আরও একটি বিশেষ লক্ষণ আছে—মগজের ভিতর রক্তস্রাব হ'চ্ছে কিনা সেইটী দ্বারাতেই জান্‌তে পারা যায়—

মগজের ভিতর রক্তস্রাবের বিশেষ লক্ষণ—

ঘুমন্ত অবস্থায় গালে মাছি বসলে যেমন ভাবে গাল কোঁচকায়, মগজের ভিতর রক্তস্রাব হ'লে বারংবার সেই ভাবে গাল কোঁচকায়, এবং ক্রমশঃ একদিককার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত অর্থাৎ অসাড় হ'য়ে যায়।

এর প্রতিকার—মাথায় বরফ বা বরফের অভাবে ঠাণ্ডা জলের পটি দেওয়া।

পেটের রক্তস্রাবের প্রতিকার—পেটের উপর ঠাণ্ডা জলের পটি দেওয়া ও অল্প অল্প বরফ চোষান।

[পেটের উপর বরফ বেশীক্ষণ রাখিলে পরিণামে আমাশা বা রক্তামাশা হ'তে পারে, এ কারণ বরফটা একেবারে অনেকক্ষণ ধরিয়া না রাখিয়া—২০ মিনিট পেটের উপর রাখিয়া তুলিয়া লও, ১৫ মিনিট পরে আবার দাও—ক্রমান্বয়ে এইরূপ কর্‌তে থাক। যদি গিলতে পারে ২ ঘণ্টা অন্তর ৬০ ফোঁটা চুণের জল খেতে দাও। এতে খুব ভাল কাজ কর্‌বে।]

রক্তস্রাব হ'চ্ছে বুঝতে পার্লে রোগীকে ঠাণ্ডা জল ব্যতীত আর কোন কিছুই খেতে দিও না। উত্তেজক পানীয় (যেমন ব্রাণ্ডি, চা প্রভৃতি) অথবা গরম যে কোন জিনিষ একেবারে নিষেধ—কারণ গরম জিনিষে রক্তস্রাব বাড়ে—এইটী মনে রাখিবে।

রক্তস্রাবের পরিমাণ অনুসারে রোগীর লক্ষণ সমূহের কমিবেশী হবে, কিন্তু স্রাব সম্বন্ধীয় মৃদু লক্ষণ প্রকাশ পেলেও চিকিৎসক ডাকাবে, কারণ একটু বেশী হ'লেই রোগীর বিপদ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

জলে ডোবার পর জ্বর হ'লে প্রায়ই নিউমোনিয়া হবার সম্ভাবনা—

এ অবস্থায় রোগীকে ২ ঘণ্টা অন্তর অন্তর চূণের জল (৬০ ফোটা বা এক ড্রাম মাত্রায়) খাইতে দিবে।

তালের মিশ্রীর (অভাবে এই মিশ্রীরই) সরবৎ গরম করিয়া রোগীকে গরম গরম খাওয়াইবে এই দু'টী প্রথম হইতে করিয়া গেলে নিউমোনিয়া রোগ প্রায়ই হইবে না।

তবে ঘুমের পর প্রস্রাব হইয়া গেলে এবং একটু মোটা জামা-টামা গায়ে দিয়া শরীর গরমে রাখিলে প্রায়ই এ সব উপসর্গ ঘটে না। সুতরাং রোগীর জ্ঞান হওয়ার পর সামান্য একটু সাবধানে রাখিলেই যথেষ্ট।

জলে ডোবা রোগী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাবে এই কয়টী বিষয় মনে রাখিবে।—

জল বাহির করা, শ্বাস প্রশ্বাস না বহিতে থাকিলে ধৈর্য্য সহকারে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস বহান, সেক ও ব্রাণ্ডি প্রভৃতি দ্বারা শরীর গরম করা; রক্তস্রাব ও নিউমোনিয়ার উপসর্গ সন্দেহ হ'লেই সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকার করা।

আগুনে পোড়া বা ঝল্‌সিয়ে যাওয়া

আগুনে বা উত্তপ্ত জিনিষে অথবা গরম জলে, তেলে বা ঘিয়ে বা এ্যাসিডে শরীরের যে কোন স্থান পুড়ে যেতে পারে—

প্রথমে উত্তাপে পোড়ার কথা বলিতেছি। পরে এ্যাসিডে পোড়ার কথা বলিব।

পোড়া দু'রকম—সামান্য পোড়া ও সাংঘাতিক পোড়া।

সামান্য পোড়ায়—চামড়া লাল হয়, জ্বালা করে, ফোস্কা ওঠে, শেষে ঘা হয় এবং ক্রমশঃ ঘা শুকায়।

সাংঘাতিক পোড়ায়—দগ্ধ স্থানটা কালচে (বেগুন ভাজার মত রং) হইয়া যায়। সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে থাকে, অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণার চোটে অনেক সময়ই রোগী অচৈতন্য হ'য়ে যায়, গোঁ গোঁ কর্‌তে থাকে, শেষে ধনুষ্টঙ্কার হ'য়ে মারা যায়।

যে কোন স্থানের অল্প স্থানব্যাপি বা বেশী স্থানব্যাপি যে রকম পোড়াতেই হউক না কেন শরীর বেশী কাঁপিতে থাকিলেই—পোড়া সাংঘাতিক রকমের বলিয়া স্থির করিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবে। পোড়া রোগীর যন্ত্রণা নিবারণ করাই সর্ব্বাপেক্ষা দরকার, এইটী স্মরণ রাখিও। কোন্ পোড়ায় কি করিতে হয় এইবার বলি—

পুড়িবার পর যত শীঘ্র সম্ভব সঙ্গে সঙ্গে নীচের লিখিত যে কোন ঔষধ ব্যবহার করিলে "সামান্য পোড়ায়" ফোস্কা হয় না, জ্বালা থামে এবং পরেও ঘা হয় না।

পোড়ার ঔষধ।

আগুনে, গরম ঘিয়ে বা গরম তেলে বা গরম জলে যাহাতেই পুড়িয়া যাউক না কেন—দগ্ধ জায়গায় বাতাস লাগাইবে না।

দগ্ধাঙ্গে নাত গুড় লেপন করিলে উপকার হইবে।

গোল আলু বাটিয়া দিলেও উপকার হয়।

ঘৃতকুমারীর রস অথবা কলাগাছের পচা এঁঠের রস, অথবা—

নারিকেল তেলের সহিত চূণ মিশাইয়া লাগাইলেও জ্বালা নিবারিত হয় এবং প্রায়ই ফোস্কা উঠে না।

জলের সহিত সোডা মিশাইয়া দগ্ধস্থানে লাগাইলে যন্ত্রণা থামে এবং ফোস্কা উঠে না।

সোরার জলে দগ্ধস্থান নিমজ্জিত করিয়া রাখিলে জ্বালা নিবারিত হয়।

মেথিলেটেড স্পিরিট বা ব্রাণ্ডিতে নেকড়া ভিজাইয়া দগ্ধস্থানের উপর রাখিলে জ্বালা বন্ধ হয় এবং প্রায়ই ফোস্কা পড়ে না। কিন্তু খুব সাবধান, স্পিরিট বা ব্রাণ্ডি দিতে হইলে আট দশ হাতের ভিতর কোন রকমে জ্বলন্ত আগুন না থাকে—থাকিলে দপ্ করিয়া সবশুদ্ধ জ্বলিয়া উঠিতে পারে।

ঘা হইয়া গেলে—অশ্বত্থের সাদা ছাল চূর্ণ ও গুগ্গুল চূর্ণ একত্রে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে অগ্নিদাহ জন্য ক্ষত শীঘ্র আরোগ্য হয়।

সতর্কতা—হঠাৎ কাপড়ে আগুন ধরিলে—মাটির উপর শুইয়া পড়িতে হয়, ছুটোছুটী করিলে আরও বেশী জায়গায় ধরিয়া যায়। নিকটে কম্বল বা অন্য কোন মোটা কাপড় থাকিলে তাই

দিয়া চাপিয়া ধরিয়া আগুন নিবাইয়া দাও—সাবধান যেন নিজের কাপড়ে আগুন না ধরিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিতে হয় অন্যথায় সাহায্যের জন্য জীবন যাইবার সম্ভাবনা।

ঘাড় অথবা কোষের কোন জায়গা পুড়িয়া গেলে অথবা অন্য কোন স্থানের (অল্প স্থানব্যাপী বা অধিক স্থানব্যাপী) যে রকম পোড়াতেই হউক না কেন—শরীর বেশী কাঁপিতে থাকিলেই রোগীর পোড়া সাংঘাতিক পোড়া বলিয়া স্থির করিবে এবং যন্ত্রণা নিবারণের জন্য নিচের লিখিত মত ব্যবস্থা করিবে।

পোড়া রোগীর যন্ত্রণা নিবারণ করাই সর্ব্বাপেক্ষা দরকার—কার্য্যকালে এইটী স্মরণ রাখিবে। ঘাড় অথবা কোষ পুড়িলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের ব্যবস্থা করিবে। কেন না ঘাড় অথবা কোষের সামান্য পোড়াও সাংঘাতিক হইবে।

যন্ত্রণা নিবারণের জন্য—এক ড্রাম ব্রাণ্ডি ও ছটাক খানেক জল, ব্রাণ্ডি যদি না পাওয়া যায় অন্য যে কোন রকমের ২ ড্রাম মদের সঙ্গে ছটাক খানেক জল অথবা মদ একেবারেই না পাওয়া গেলে খানিকটা কুসুম কুসুম গরম দুধ খাওয়াইয়া দিবে। মিনিট ১৫ অপেক্ষা করিয়া দেখ যদি রোগীর কাঁপুনী না কমিয়া থাকে, তাহা হইলে ছটাক খানেক জলের সহিত ক্লোরাল অভাবে সরিষা প্রমাণ আফিং খাওয়াইয়া দাও—যদি একবারে ফল না হয়, মিনিট ২০।২৫ পরে আরও একবার দাও—রোগী ঘুমাইয়া পড়িবে, যন্ত্রণারও শান্তি হইবে।

আর এক কথা, পোড়া জায়গায় জল দিবে না, বা পোড়া

কাপড়-চোপড় উঠাইয়া ফেলিবার জন্য টানাটানি করিও না। যাহাতে রোগীর যন্ত্রণা নিবারণ হয়, প্রথমে তাহাই করিতে হয় পরে ক্রমশঃ কাপড়-চোপড় আস্তে আস্তে উঠাইয়া লইলেই চলিবে। শরীরের সঙ্গে কাপড় জাপটাইয়া গেলে কিরূপে বিনা কষ্টে খুলিয়া লইতে পারা যায়, তাই বলি—

দগ্ধ স্থানের কাপড় খোলা—অনেক সময় পোড়া জায়গায় কাপড়-চোপড় জাপটাইয়া বসিয়া যায়, পায়ে মোজা থাকা অবস্থায় পা পুড়িয়া গেলে প্রায়ই এরূপ হয়—কাপড়-চোপড় যেটুকু জাপটাইয়া বসিয়া গিয়াছে তাহা আদৌ টানাটানি করিয়া খুলিবার চেষ্টা করিবে না—যেটুকু শরীরের সঙ্গে জাপটাইয়া বসিয়া গিয়াছে তদতিরিক্ত অংশটুকু কাঁচি দ্বারা কাটিয়া ফেলিবে, যেটুকু জাপাটাইয়া বসিয়া গিয়াছে তাহাতে বেশ করিয়া নারকেলের তৈল ও চূণের জল একত্র মিশাইয়া বারে বারে ভিজাইয়া দিবে। ২৪ ঘণ্টা জবজবে করিয়া ভিজাইয়া রাখার পর দেখিবে উহা আল্‌গা হইয়া বিনা ক্লেশে উঠিয়া আসিবে।

ফোস্কা কখনও গালিবে না—ফোস্কা গালিয়া ফেলিলেই ঘা হইবার সম্ভাবনা। যদি কাঁচা অবস্থায় ফোস্কা গলিয়া যায় তাহা হইলে তাহার উপরে চূণের জল ও নারিকেল তৈল একত্রে মিশাইয়া প্রলেপ দিয়া এক টুকরা কচি কলাপাত (কড়া কলাপাত আগুনের আঁচে ঝলসাইয়া লইলেই নরম হইবে) দিয়া তাহার উপর তূলা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

ফোস্কা গলা অপেক্ষা ফোস্কার চামড়া ছেঁড়া বেশী অনিষ্টকর। চামড়া ছিঁড়িয়া গেলে প্রায়ই ঘা হয়। এ কারণ চামড়াটা যাহাতে

ছিঁড়িয়া না যায় তজ্জন্য সর্ব্বদা তূলা দ্বারা ঢাকিয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

খুব বড় ফোস্কা কিম্বা যদি এরূপ সন্দেহ হয় যে, ফোস্কা ফাটিয়া যাইবে, তাহা হইলে ঐ ফোস্কার পাশে একটী ছুঁচ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া জলটা বাহির করিয়া দিবে—ছুঁচের ডগাটা আগুনে পুড়াইয়া লওয়া উচিত। জল বাহির করার পর তূলা দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে। নূতন ফোস্কায় তাড়াতাড়ি জল বাহির করা ভাল নয়, ২।১ দিন যাওয়ার পর জল বাহির করাই ভাল, তবে যদি নিতান্তই ছিঁড়িয়া যায়, সে স্বতন্ত্র কথা। মোটের উপর ফোস্কা গলিয়া গেলেও উপরের চামড়াটা যেন না ছিঁড়িয়া যায়—এইটুকুই লক্ষ্য রাখিতে হয়।

হাতের আঙ্গুল পায়ের আঙ্গুলগুলি—এক সঙ্গে মুড়িয়া বাঁধিয়া রাখিবে না। তাহাতে সমস্ত আঙ্গুলগুলি এক সঙ্গে জড়াইয়া যাইবার সম্ভাবনা। প্রতি আঙ্গুলটীর ফাঁকে ঝলসান কলাপাতা দিয়া পৃথক করিয়া তবে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবে। কলাপাতের উভয় দিকেই নারিকেলের তৈল অথবা যে ঔষধ ব্যবহার করিতেছ তাহা বেশ চবচবে করিয়া মাখাইয়া লইবে।

পোড়া ঘা পরিষ্কার ও ঘায়ের ঔষধ।

পুড়িবামাত্র যে ঔষধাদি দিয়া প্রথম ব্যাণ্ডেজ করিয়াছ তাহা দুই দিন কাল খুলিও না। তিন দিনের দিন হইতে প্রত্যহ খুলিয়া ক্ষতস্থানটী গরম জল দ্বারা (জলে মুঠখানেক নিমপাতা ফেলিয়া সিদ্ধ করিয়া লইলে আরও ভাল হয়) আস্তে আস্তে বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলিবে। জল মুছাইবার জন্য

যেন ঘায়ের উপর জোরে চাপ বা ঘর্ষণ না লাগে। আস্তে আস্তে আল্‌গা ভাবে (যেমন ভাবে লেখার পর ব্লটীং ব্যবহার কর সেই ভাবে) জলটী মুছাইয়া ঘায়ের ঔষধ—চূণের জলসহ মিশান নারিকেল তৈল, অথবা পরিষ্কার রেড়ীর তৈল এবং ইহার সহিত যদি পার বোরিক এ্যাসিড (একটী রূপার চারি আনায় যতটুকু ধরে ততটুকু বোরিক এ্যাসিড)—এক ছটাক তেলে বেশ করিয়া মিশাইয়া লইয়া, অল্প গরম করিয়া আগে ন্যাকড়ার পটিতে মাখাইয়া ঐ পটিটী বসাইয়া দিবে। অশ্বত্থ গাছের শুষ্ক ছাল পোড়াইয়া সাদা ছাই লইয়া তৈলের সহিত মিশাইয়া দিলে আরও শীঘ্র সুফল হইবে।

নানা স্থানে পোড়া হইলে অথবা একস্থানেই বিস্তীর্ণ ভাবে পোড়া হইলে পটি বদলাইবার সময় শরীরের সকল স্থান হইতে এক সঙ্গেই পটিগুলি খুলিয়া ফেলিও না, তাহাতে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগীর নিউমোনিয়া অথবা পেটের ব্যামো হইতে পারে—এক জায়গায় ক্ষতস্থানটা বাঁধা হওয়ার পর অন্য জায়গা খুলিবে।

পোড়া ঘায়ে আরোগ্যকালীন ঘায়ের জায়গায় স্থানে স্থানে খানিকটা খানিকটা বৃথা মাংস জন্মায়, একটু ফটকিরির জল দিয়া ধুইয়া দিলেই বৃথা মাংস উঠিয়া যাইবে।

বলা বাহুল্য—ধোয়াইবার জল, ন্যাকড়া, তূলা, পটি প্রভৃতি ব্যবহার্য্য দ্রব্য সকল যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং তাহাতে যেন কোনরূপ ধূলা-কাদা ময়লা-মাটী না থাকে। অনেক সময় এই

সব বিষয়ে লক্ষ্য না করার দরুণ পাইমিয়া নামক রক্তদুষ্টি রোগ উৎপন্ন হইয়া রোগী মারা পড়ে।

পুড়িবা মাত্র কি ভাবে কোন্ ঔষধ দিয়া বাঁধিতে হয়। কিরূপে শরীরের কম্প নিবারণ করিতে হয় তাহা বলিলাম, এইবার বিশেষ বিশেষ পোড়ার কথা বলি।

ভাপ খাওয়া—হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া গিয়া গরম ভাপে, অথবা গরম তেলে অনেক সময়েই মেয়েদের এরূপ বিপদ উপস্থিত হয়, তাহার চিকিৎসা আগুনে পোড়ার চিকিৎসার মতই। এরূপ পোড়াকে পোড়া না বলিয়া ঝলসাইয়া (scald) যাওয়া বলে।

কোনরূপ এ্যাসিডে পুড়িয়া গেলে—খুব বেশী জল দিয়া বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলিবে—চূণের জল, অথবা সোডা ও জল একত্রে মিশাইয়া বেশ করিয়া দগ্ধ জায়গায় মাখাইলেই উপশম হয়।

চূণে পুড়িয়া গেলে—জল লাগাইবে না। জল দিলে আরও বেশী পুড়িয়া যাইবে। প্রথমে বেশ করিয়া ন্যাকড়া বা তূলা দ্বারা মুছিয়া চূণ উঠাইয়া ফেলিবে। পরে নেবুর রসে অথবা ভিনিগার জল দিয়া তদ্বারা দগ্ধ স্থানটী বেশ করিয়া বারংবার ধোয়াইয়া দিবে। (যতটুকু ভিনিগার ততটুকু জল)।

দেশালাইয়ের বাক্সে বা—বাজী পোড়াইবার বারুদে পুড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার রেড়ীর তৈল (যদি পাওয়া যায় তৎসহ সামান্য একটু বোরিক এ্যাসিড একত্র মিশাইয়া) ক্ষত স্থানের উপরে দিয়া পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিবে।

বস্তুতঃ রেড়ীর তৈলের অপেক্ষা পোড়াঘায়ে দিবার মত ভাল সাধারণ ঔষধ আর নাই।

গলার ভিতর পুড়িলে—অনেক সময় ছোট ছোট ছেলেদের গরম জল, গরম দুধ প্রভৃতি খাইতে গিয়া এরূপ ঘটে—প্রতি তিন চার ঘণ্টা অন্তর এক চামচ কুসুম কুসুম গব্য ঘৃত খাইলে অথবা পুড়িবার অনতিবিলম্বে বরফ চুষিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যাইবে।

পোড়া রোগীর বিষয়ে লক্ষ্য করিবার বিষয়—

ফোস্কা না গলা।
ঘা হইয়া গেলে তার প্রতিবিধান।
যন্ত্রণা নিবারণ করা।
অঙ্গুলিগুলি পরস্পর জাপটাইয়া না যায় তার প্রতিবিধান করা।
পোড়ার দাগ নষ্ট করা।

পোড়ার দাগ—পুড়িয়া গেলে অনেক সময় সাদা সাদা দাগ থাকিয়া যায়। ঘা প্রায় শুকাইয়া আসিতেছে এই সময় হইতে ঘাসের উপর যে শিশির পড়ে প্রত্যহ সকালে সেই শিশির তূলা দ্বারা উঠাইয়া লইয়া আস্তে আস্তে ঐ দাগের উপর লাগাইলে দাগগুলি আরোগ্য হইবে।

পথ্য—গলা পুড়িয়া গেলে কোনরূপ শক্ত খাদ্য খাওয়া উচিত নয়। পথ্য কেবলমাত্র গরম দুধ। সাংঘাতিক ভাবে পোড়া-রোগীর পথ্য একমাত্র গরম দুগ্ধ। ইহা ভিন্ন অন্য কিছু দেওয়ার দরকার নাই।

উঁচু হইতে পড়িয়া মাথায় আঘাত

ছেলেরা অনেক সময় গাছ্ হইতে অথবা ঘুড়ি উড়াইতে গিয়া ছাদ হইতে পড়িয়া গিয়া আহত হয় এবং মূর্চ্ছা যায়।

প্রথমেই দেখ, মাথা ফাটিয়া রক্তপাত হইতেছে কি না।—

যদি রক্তপাত হইতে দেখ তখনই রক্তবন্ধ করিবার জন্য যে স্থানটী হইতে তীব্রভাবে রক্ত বাহির হইতেছে সে স্থানটী চাপিয়া ধর। সঙ্গে সঙ্গে আর একজনকে জল আনিয়া রোগীর মুখে চোখে দিতে বল। যদি দেখ নিশ্বাস বহিতেছে না, তৎক্ষণাৎ কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস বহাবার প্রণালী মত কাজ করিয়া শ্বাস বহাও। (কি ভাবে এ কাজ করিতে হয়, "জলে ডোবা'র কথা বলিবার সময় তাহা বিশেষ করিয়া বলিয়াছি।"

জ্ঞান আসিলে, নিশ্বাস চলিলে ক্ষত স্থানটী ব্যাণ্ডেজ করিয়া দাও—এইবার বাটী লইয়া আসিবার ব্যবস্থা কর। এ সময় কি ভাবে রোগীকে বহন করিয়া আনিতে হয়—সে কথা পূর্ব্বে চিত্র দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

রক্তপাত হইতেছে বলিয়া কোনরূপ উতলা হইয়া রোগীকে মদ্য প্রভৃতি উত্তেজিত দ্রব্য খাইতে দিও না। ইহাতে রক্তস্রাব বাড়াইবে। ঠাণ্ডা জল খেতে দাও—তাহাই যথেষ্ট।

এটুকু করার পর যদি আবশ্যক বুঝ, চিকিৎসক আনাও কিন্তু চিকিৎসক আসিবার পূর্বেবই এগুলি নিজেদেরই করিতে হইবে—নচেৎ চিকিৎসক আসিয়াও কিছু করিতে পারিবেন না।

মাথায়, মেরুদণ্ডে, পেটে, কোষে, মেয়েদের জরায়ুতে কোনরূপ জোরে ঘা-ঘো লাগিলে অনেক সময় বমি হয়। বমির জন্য পৃথক চিকিৎসার প্রয়োজন নাই, প্রথম আঘাতের তীব্রতা কমার সঙ্গে সঙ্গেই বমি বন্ধ হইয়া যায়।

মাথায় মগজে আঘাত লাগিলে রোগী স্তম্ভিতের মত থাকে। এ অবস্থা বড়ই ভয়ানক। তবে মগজে বিশেষ চোট না লাগিলে এ অবস্থা প্রায়ই হয় না, সে অবস্থায় যত শীঘ্র পার চিকিৎসকের সাহায্য লইতে হইবে—রোগীকে স্থির রাখিবে, মাথায় বরফ বা ঠাণ্ডা জল দিবে।

তল পেটে জোরে ঘা-ঘো লাগিলে কি করিতে হয়

মেয়েদের জলের কলসী লইয়া আসিবার সময় হঠাৎ পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়া, অথবা কোন দুরন্ত ছেলে কোলে করিবার সময়, কিম্বা যে কোনরূপ কারণে পেটে ঘা-ঘো লাগিতে পারে।—ইহাতে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়; রোগী অস্থির হইয়া উঠে, আভ্যন্তরিণ রক্তস্রাব হইতে পারে—ইহাতে সময় সময় রোগীর প্রাণ রক্ষাই ভার হইয়া উঠে।

এ অবস্থায় রোগীকে শোয়াইয়া রাখিবে। বাহ্যে প্রস্রাব প্রভৃতি কারণে উঠিতে দিবে না। যে জায়গাটীতে লাগিয়াছে তাহার উপর ফ্লানেল বা কম্বল ছেঁড়া তাতাইয়া দিনের মধ্যে ৪।৫ বার সেক করিবে। চিনি বা মিশ্রীর সরবৎ ভিন্ন অন্য কিছু পথ্য দিবে না। কোনরূপ উত্তেজক ঔষধ দিবে না। যদি অত্যধিক যন্ত্রণা হয় chloral অভাবে সরিষা প্রমাণ আফিং খাওয়াইয়া দিবে। ইহাতে বেদনা কম বোধ হইবে। যদি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ পাও—আর্ণিকা ৩০শ শক্তি প্রতি পনের মিনিট অন্তর একবার, এমন বার তিন-চার খাওয়াইলেই দেখিবে—রোগী অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইবে। এ অবস্থায় সকলের চেয়ে ভাল ব্যবস্থা শয়ন করিয়া থাকা। বেদনাটী যতক্ষণ সম্পূর্ণ না যায়, ততদিন কোন ক্রমেই চলা-ফেরা বা উপর-নীচে প্রভৃতি করিবে না।

উপরে যাহা বলিলাম—তাহা পেটের ভিতর রক্তপাত না হইলে ব্যবস্থা। যদি বুঝ যে পেটের ভিতর আভ্যন্তরিক রক্তপাত হইতেছে (internal hemorrage কি ভাবে আভ্যন্তরিক রক্তস্রাব বুঝিতে হয় তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি) তাহা হইলে উক্ত সব ব্যবস্থাগুলিই করিবে, কেবল সেক দিবে না।

আভ্যন্তরিক রক্তস্রাব হইলে

আভ্যন্তরিক রক্তস্রাবে পেটের উপর বরফ দিবে। ২।১ টুক্‌রা বরফ চুষিয়া খাইতেও দিবে। বরফ না পাওয়া যায়—জল বরফের মত ঠাণ্ডা করিয়া দিবে। কি ভাবে এই জলকেই বরফের মত ঠাণ্ডা জলে পরিণত করা যায়, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাও যদি না করিতে পার—পুষ্করিণীর ঠাণ্ডা পাঁক, পেটের উপর প্রথমে একখানা কাগজ দিয়া তার উপর চাপাইয়া দাও—ইহাতেও কিছু উপকার হইবে। মদ্য প্রভৃতি উত্তেজক ঔষধ বা গরম দুধ প্রভৃতি পথ্য দিবে না—যাহা কিছু দিবে ঠাণ্ডা শীতল দিবে।

আভ্যন্তরিক রক্তস্রাবে বরফ

ইহার অধিক ঘরে ঘরে কিছু করিতে পারা যাইবে না। চিকিৎসকের সাহায্য চাই। তবে যেরূপ বলিলাম সেগুলি আঘাতের অনতিবিলম্বেই করিবে, নচেৎ চিকিৎসক আসিতে যদি বিলম্ব হয়, তাহা হইলে রোগী রক্ষা করিতে পারিবে না—যে কোন কারণেই হউক না কেন আভ্যন্তরিক রক্তস্রাব হইতেছে সন্দেহ হইলেই সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ যেরূপ বলিলাম সেইরূপ ব্যবস্থা করিবে। এ বিষয়ে ইহাই জানিবার কথা।

রক্তপাত জনিত যে কোনরূপ বিপদে আগে কি করিতে হয়

রক্তস্রাব হইতে থাকিলে ·····রক্ত বন্ধ।

দম বন্ধ হইয়া গেলে··· ··· ··· কৃত্রিম ভাবে শ্বাস বহান।

অজ্ঞান হইয়া গেলে··· ··· ··· জ্ঞান সঞ্চারের চেষ্টা।

তারপর—ব্যাণ্ডেজ, তারপর—বহন করিয়া বাটিতে আনয়ন।

কোথায় কাটিলে কি ভাবে রক্ত নিবারণ করিতে হয়—পূর্ব্বে তাহা বলা হইয়াছে। কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস পরিচালনা, মূর্চ্ছা হইলে জ্ঞান সঞ্চার করা, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা এবং বহন প্রণালী এ সবই পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। বহন প্রণালীর বিশিষ্ট চিত্রটি একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই সমস্তই বুঝিতে পারা যাইবে। আভ্যন্তরিক রক্তস্রাব হইতে থাকিলে কি করিতে হয় তাহা বলিতেছি—কোন্ লক্ষণে আভ্যন্তরিক রক্তস্রাব ধরিতে পারা যায় "জলে ডোবা" বলিবার সময় তাহাতে বলিয়াছি।

মূর্চ্ছা হইলে—কিসের জন্য মূর্চ্ছা হইয়াছে তাহা জানিবার উপায় এবং মূর্চ্ছার সাধারণ তদ্বির

রোগের দরুণ (যেমন হিষ্টিরিয়া, মৃগী প্রভৃতির) মূর্চ্ছা হয় আবার কোনও আকস্মিক আঘাতেও মূর্চ্ছা হয়। এ দু' প্রকার মূর্চ্ছার স্বরূপ জানিয়া তবেই প্রতিবিধান করিলে সহজে ফল হয়। নচেৎ মৃগী দরুণ মূর্চ্ছায় আফিং খাওয়ার মূর্চ্ছার ব্যবস্থা করিলে ফল হইতে পারে না। কি উপায়ে ইহা সহজে জানা যায় তাহারই কথা বলিতেছি—এ সম্বন্ধে বেশ একটী সঙ্কেত আছে—ইংরাজী a e i o u এই কয়টী শব্দ মনে রাখিলেই ইহার সমাধান হয়।

a	কি না	...	appoplexy (সন্ন্যাস)
e	„	...	epilepsy (মৃগী)
i	„	...	inhalation (শ্বাসরোধ)
o	„	...	opium (আফিং বা অন্য বিষ)
u	„	...	uræmia (মুত্রযন্ত্রের পীড়া)

এ সব কারণ ব্যতীত—

ভয়, দুঃসম্বাদ শ্রবণ, উৎকণ্ঠা, দুর্ব্বলতা, অনাহার (হিষ্টিরিয়ার কথা পরে বল্‌ছি) প্রভৃতি নানা কারণে মূর্চ্ছা হ'তে পারে।

রোগীর কাপড়-চোপড় আল্গা করে দাও। বাতাস কর। চারি দিকে লোক জমতে দিও না, কারণ খোলা হাওয়ার খুব দরকার।

রোগীকে চিৎ করে শোয়াও—মাথা (শরীর অপেক্ষা) অল্প নীচু করে রাখ। মাথায় বালিশ দেবার দরকার নাই।

নাকের কাছে Smelling-salt. ধরাই যথেষ্ট; চোকে মুখে ঠাণ্ডা জলের ছিটা দাও; কাপড়-চোপড় আল্গা কর, জামা খুলে দাও। পেট হ'তে পা পর্য্যন্ত গরম কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও—এবং পায়ের তলায় গরম জলের বোতল বা ন্যাকড়া গরম করে সেক লাগাও। অল্প অল্প করে গরম দুধ খাওয়াও। যাঁতি প্রভৃতি দিয়ে দাঁত খুলবার কোন দরকার নাই।

আঘাতের তীব্রতা জনিত মূর্চ্ছা, জ্বরের কম্পের ধমকে মূর্চ্ছা, যন্ত্রণায় মূর্চ্ছা, এ সবই আকস্মিক অজ্ঞানতা মাত্র। সামান্য একটু মুখে চোখে জল, গরম দুধ অথবা মিশ্রীর সরবৎ অথবা ঠাণ্ডা জল খাওয়ান আবশ্যক; দরকার মত একটু সেক বা একটু বরফ প্রয়োগ, একটু গোলমরিচের ধোঁয়া প্রভৃতির ব্যবস্থা করিলে সত্বরই জ্ঞান সঞ্চার হয়।

হিষ্টিরিয়া, মৃগী, সন্ন্যাস, সর্দ্দিগর্ম্মি প্রভৃতি কারণে মূর্চ্ছা হইলে কি কি করিতে হয়—তাহা প্রত্যেকটী পৃথকভাবে তত্তৎস্থলে উল্লেখ করিয়াছি।

বিষ খাওয়ার দরুণ অজ্ঞানতায় কি করিতে হয়, সে কথা পরে বলিব।

দম আটকাইয়া যাওয়া ও গলায় দড়ী দেওয়া।

শ্বাস রোধ।

যদ্বারা শ্বাসরোধ হ'য়েছে অবিলম্বে তা' দূর করে ফেল, কিম্বা রোগীকে সেখান হ'তে স্থানান্তরিত কর, আবশ্যক হ'লে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস বহাবার চেষ্টা কর।

গলায় কিছু আটকাইয়া গেলে, রোগীকে জোর করে হাঁ করিয়ে তর্জ্জনী আঙ্গুল দিয়ে তা' বার কর্‌বার চেষ্টা কর। যদি না পার, রোগীকে সামনের দিকে একটু ঝুকিয়ে দিয়ে, তার পিঠে সহ্য কর্‌তে পারে এমন জোরে দুই একটা ধাক্কা মার। খুব সম্ভব বমি করে ফেল্‌বে—তারপর কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস বহাবার চেষ্টা কর।

কোনরূপ বিষাক্ত গ্যাসে বা ধোঁয়াতে দম আটকাইয়া গেলে—একখান ন্যাকড়া ভিজাইয়া তোমার নিজের নাক ও মুখ বেঁধে ফেল। তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকে রোগীকে খোলা জায়গায় বা'র করে নিয়ে এস, চারিদিকে ভিড় জমিতে দিও না। কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস বহাবার চেষ্টা কর। বাতাস কর।

গলায় দড়ি দেওয়া।

দড়ি কেটে দিয়ে দেহটাকে আস্তে আস্তে নামাও—যেন ধুপ করে ফেলে দিও না। গলার দড়ি সাবধানে খুলে বা কেটে দাও। তারপর কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস বহাবার চেষ্টা কর।

বিষ খাওয়া।

চিকিৎসক ডাকিতে পাঠাও—সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও নীচের লিখিত মত ব্যবস্থা কর।

ঘরের ভিতর ঢুকিয়া রোগী কি বিষ খাইয়াছে তারই অনুসন্ধান করিবে। ঘরের কোন জিনিষই ফেলিয়া দিও না। অনেক সময় কাপড়ে যে বিষ খাইয়াছে তাহার দাগ থাকে—দাগগুলি বেশ করে শুঁকে দেখ্‌লেই কি বিষ খেয়েছে তা টের পাওয়া যায়। নিশ্বাসের গন্ধ, ঠোঁটের অবস্থা, ঘুম-ঘুম ভাব এবং চোখের তারা এই কয়টি পরীক্ষা করে দেখ্‌লে,—কি বিষ খাইয়াছে তাহা নির্ণয় করিতে পারিবে।

বমি করাতে হ'লে—গরম জল খাওয়াইবে; গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করাবার চেষ্টা করবে। জলে নুন গুলিয়া খাওয়াইলে, নস্য কিংবা লবণ ও সরিসার গুঁড়া একসঙ্গে মিশাইয়া খাওয়াইলে বমি হইবে। গুহ্যদ্বারে পেঁপের নল বা তামাক খাবার নল অল্প একটুকু প্রবেশ করাইয়া তামাকের ধুয়ার ফুঁক দিলে বমি হইবে। নলের ডগায় অল্প তেল মাখাইয়া লইও নচেৎ রোগীর ব্যথা লাগিতে পারে—দু' তিন ইঞ্চি প্রবেশ করাইলেই যথেষ্ট।

কি বিষ খাইয়াছে তাহা ঠিক করিয়া তদনুপাতে ব্যবস্থা কর।

নিম্নে একটী সাধারণ বিষের তালিকা দিলাম :—

বিষের নাম—	কি কি চিহ্ন বা লক্ষণ পাওয়া যায়।	কি করিতে হয়।
সেঁকো, হরিতাল, আর্সেনিক প্রভৃতি খাইলে—	গলা হইতে পেটের ভিতর পর্য্যন্ত দাহ। অনবরত রক্তের ছিটা মিশ্রিত দাস্ত ও বমি। প্রস্রাব ত্যাগে অক্ষমতা, পায়ের ডিমে বেদনা, অবসাদ ও ক্রমশঃ অচৈতন্য অবস্থা। [আর্সেনিকের বিষ ক্রিয়ার সহিত কলেরার ভুল হয়। কলেরার—মল ও বমিতে রক্তের ছিটা থাকে না এবং এককালেই মূত্র নিঃসরণ হয় না ইহাই মাত্র প্রভেদ।]	১। অল্প গরম এক গ্লাস জলে এক ছটাক লবণ গুলিয়া রোগীকে পান করাও—বমন হইবে। ২। দুধ, ব্রাণ্ডি এবং অলিভ তৈল বা ডিমের লালা (হলদেটা নয়) খাওয়াও। ৩। পায়ের তলায় গরম জলের বোতল রাখ। ৪। হিমাঙ্গ হইয়া আসিলে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস বহাও।

বিষের নাম	কি কি চিহ্ন বা লক্ষণ পাওয়া যায়।	কি করিতে হয় ?
টোমেন বিষ বাসি পচা মাছ মাংস, ডিম বা টিনের সঞ্চিত খাবার খাইলে এই বিষ ক্রিয়া প্রকাশ পায়।	ভেদ হয়। অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত বমি ও জ্বর হয়, নাড়ীর গতি অত্যন্ত দ্রুত চলে। [কলেরায় জ্বর থাকে না, ইহাতে জ্বর থাকে ইহাই প্রভেদ। অন্যান্য লক্ষণ কলেরার মতনই হয়]	১। বমি করাও। ২। রেড়ীর তৈল (castor oil) জোলাপ দাও। [১ আউন্স (আধ ছটাক) তেল খাইলেই জোলাপ খুলিবে] ৩। গরম দুধ ও প্রতি আধ ঘণ্টায় ১ ড্রাম ব্রাণ্ডি খাইতে দাও। ৪। হিমাঙ্গ হইয়া আসিলে পায়ের তলা, হাতের চেটো বগল প্রভৃতি জায়গায় গরম জলের বোতলের সেক লাগাও। ৫। কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস বহাও।

বিষের নাম	কি কি চিহ্ন বা লক্ষণ পাওয়া যায়।	কি করিতে হয়।
ফস্ফরাস। লাল দেশলাই ও ইন্দুর মারা বিষে ইহা থাকে।	পেটে বেদনা ও বমি হয়। বমিতে ফস্ফরাসের গন্ধ (অনেকটা রশুনের ন্যায় গন্ধ) পাওয়া যায়। নাম মুখ হইতে রক্ত বাহির হয়। হাতে পায়ে খেঁচুনি হয়। চক্ষু হলদে হয়। প্রস্রাব হয় না ও প্রলাপ থাকে	১। বমন করাও। ২। ছোট বোতলের এক বোতল বা এক গ্লাস জলে আধ আনা (Permanganate of Potas) মিশাইয়া সেই জল রোগীকে পান করাও। ৩। ব্রাণ্ডি (আধ ঘণ্টা অন্তর ১ ড্রাম) তার্পিণ তৈল ৪০ ফোঁটা সামান্য একটু জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রতি দশ দশ মিনিট অন্তর খাওয়াও। তার্পিণ তৈলই ফস্ফরাসের একমাত্র প্রতিষেধক ঔষধ। N. B. কোনরূপ তৈল, ঘি, বা তেলযুক্ত পদার্থ পান করিতে দিবে না।
তার্পিণ তৈল	নিশ্বাসে গন্ধ। প্রস্রাব বেগুণী রংয়ের হয়।	১। বমি করাও। ২। রেড়ীর তৈলের জোলাপ দাও। ৩। দুধ খাওয়াও। ৪। জলে ময়দা গুলিয়া খাওয়াও।

এ্যাসিড	কি কি চিহ্ন বা লক্ষণ পাওয়া যায়।	কি করিতে হয়।
কার্বলিক এ্যাসিডে নাইট্রিক ” সালফিউরিক ”	মুখে ঠোঁটে শ্বেতবর্ণের দাগ হয়। ” হলদে ” ” কৃষ্ণ বর্ণের ” যে এ্যাসিড ভুক্ত হইয়াছে মুখে তাহার গন্ধ পাওয়া যায়। অত্যন্ত তৃষ্ণা। কথা কহিতে কষ্ট, গলার নলে ও পাকস্থলীতে বেদনা, শেষে হিমাঙ্গ।	১। এ্যাসিড খাইলে বমন করাইবে না। ২। জোলাপ দিবে। সল্টের জোলাপ Epsom salt তিন ছটাক জলে ১ আউন্স এই হিসাবে খাওয়াও। ৩ দুগ্ধ ও ডিমের সাদা লালাটা ও মণ্ড খাওয়াও। ৪। অলিভ ওয়েল সিকি পাইণ্ট এক পাইণ্ট জল এই হিসাবে খাওয়াও। ৫। হিমাঙ্গ হইতে আরম্ভ হইলে পদতলে গরম জলের বোতল দাও। ৬। কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস বহাও।
কেরোসিন তৈল	নিশ্বাসে গন্ধ পাকস্থলীতে বেদনা অত্যন্ত তৃষ্ণা শেষে হিমাঙ্গ।	১। লবণ গোলা জল খাওয়াইয়া বমি করাও ব্রাণ্ডি খাওয়াও। ২। হিমাঙ্গ হইয়া আসিলে গরম জলে সেক ও কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাদ বহাও।

বিষের নাম	কি কি চিহ্ন বা লক্ষণ পাওয়া যায়।	কি করিতে হয় ?
আফিং— বা আফিং ঘটিত ঔষধ মার্‌ফিয়া প্রভৃতি—	নিশ্বাসে অফিংএর গন্ধ পাওয়া যায়। ঠোঁঠ নীল হইয়া যায়। চক্ষের মণি আলপিনের ডগের মত সঙ্কুচিত হয়। আংশিক অচেতন হয়, তবে খুব জোরে নাড়াইয়া দিলে সাড়া দেয়। নাড়ীর গতি প্রথমে মৃদু পরে দ্রুত হয়। (দ্রুত হওয়াই আশঙ্কাজনক) চট্‌চটে ঘাম হয়, শেষে হিমাঙ্গ হইয়া পড়ে।	১। বমি করাও। (লবণ জল খাওয়াও, বমি হইতে পারে কিন্তু বমি হওয়াই শক্ত) ২। বমি যদি নাই-ই হয় গরম চা প্রচুর পরিমাণে খাওয়াও। (একবার নয় ১৫.২০ মিনিট অন্তর খাওয়াও) ৩। ছোট বোতলের এক বোতল জলে (এক পাইণ্ট জলে) এক আনা পারমাঙ্গনেট অব পটাস Permeng-anate of potash গুলিয়া পান করাইবে। আফিংএর বিষক্রিয়া ইহা দ্বারা নষ্ট হয়। ৪। রোগীকে ঘুমাইতে দিও না। পাইচারী করাইয়া বেড়াইবে। মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিবে। ৫। হিমাঙ্গ হইলে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস বহন করাও।

বিষের নাম	কি কি চিহ্ন বা লক্ষণ পাওয়া যায়।	কি করিতে হয়।
কুঁচিলা— (নক্সভমিকা ষ্ট্রীক্‌নিন) প্রভৃতি।	মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ধনুষ্টঙ্কারের মত খেঁচুনী হয়। চোয়াল বদ্ধ হইয়া যায়, দাঁতি লাগে। চোখের তারা বিস্তৃত হয়। (আফিংএর উল্টা)	১। এক পাইন্ট জলে এক আনা পারমেঙ্গনেট অব পটাশ গুলিয়া খাওয়াও। ২। কড়া চা কাফি পান করাও। (কিন্তু আক্ষেপ বেশী বেশী আরম্ভ হইলে খাওয়াইতে পারাই শক্ত) ৩। ক্লোরোফর্ম্ম করিয়া আক্ষেপ বন্ধ করিবে। [দেরী হইলে বিশেষ কিছু করিতে পারিবে না। সুতরাং সন্দেহ হইবামাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া চিকিৎসক আনাও।

ক্ষিপ্ত কুকুর বা ক্ষিপ্ত শৃগালে কামড়াইলে— ক্ষতস্থানটা বেশ করিয়া কার্ব্বলিক এসিড দিয়া পোড়াইয়া দিবে। অভাবে লোহা পোড়াইয়া ছেঁকা দিবে।

আকের গুড়, সরিষার তৈল ও আকন্দের আঠা একত্রে মিলাইয়া দষ্ট স্থানে প্রলেপ দিলে উপকার হইবে।

তণ্ডুল বাটিয়া তাহার মধ্যে ভেড়ার ৩ গাছি লোম পূরিয়া ভক্ষণ করিলে উপকার হইবে।

শিমুল বীজ (৭টী) সাতদিন সকাল বেলায় ইক্ষুগুড়ের সঙ্গে গিলিয়া খাইলেও উপকার হয়, কিম্বা কালী ঝাঁপের পাতা বাটিয়া দিলেও উপকার হয়—কিন্তু এ সকল অপেক্ষা কসৌলী বা শিলং যাওয়াই ভাল।

গরীবেরা স্থানীয় Subdivisonal Officerকে জানাইলে তিনি কসৌলি বা শিলং যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। যাতায়াতের রেলভাড়া লাগে না, এমন কি একজন লোক বিনা ভাড়ায় রোগীর সঙ্গে যাতায়াত করিতে পায়। সেখানে ১৪ দিন হইতে ২১ দিন পর্য্যন্ত চিকিৎসা করা হয়।—কসৌলী হিমালয়ের উপর সিমলা পাহাড়ের নিকট—এখানে এই জন্যই একটী পাস্তুর সাহেবের উদ্ভাবিত প্রণালীমত গভর্ণমেণ্টের দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।—শিলংয়েও একটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা মেডিকেল কলেজেও এ চিকিৎসা আরম্ভ হইয়াছে।

পাগলা কুকুরের লক্ষণ।—কুকুরের লেজ সর্ব্বদাই বাঁকা ও উপর দিকে ওঠা। কিন্তু পাগলা কুকুরের ল্যাজ সর্ব্বদাই সোজা ও নীচের দিকে নামা। ভীত অবস্থায় কুকুরের যেরূপ অবস্থা ঘটে, পাগলা কুকুরের সর্ব্বদাই সেইরূপ অবস্থা।

বোলতা, ভীমরুল, মৌমাছি, বিছা, কাঁকড়া বিছা প্রভৃতি কামড়াইলে—

ক্ষতস্থানে হুল বিঁধিয়া থাকিলে নখ, বা সরু শন্না অথবা ফাঁপা চাবি দ্বারা চাপিয়া ধরিলে হুলটা ঠেলিয়া উঠিবে—হুলটা বাহির করিয়া দাও, নচেৎ ঘা হইতে পারে।

কেরোসিন তৈল মালিস করিলে তৎক্ষণাৎ উপকার পাইবে।

গোল মরিচ ঘসিয়া দিলেও উপকার পাইবে।

ওলের ডাঁটার আঠা বা কাল কচুর ডাঁটার আঠা লাগাইলে বা পুঁই পাতা মর্দ্দন করিলেও উপকার পাইবে।

আমড়া ছাল বা উগার কচি পাতা মর্দ্দন করিলে,

সাদা ভেরেণ্ডার আঠা বারংবার দিলে,

হুকার কাইট, অথবা ছাগল নাদি বা পাথুরিয়া কয়লা চন্দনের মত করিয়া ঘসিয়া অথবা হলুদ বাটিয়া প্রলেপ দিলে—যন্ত্রণা নিবারিত হইবে। অথবা ছোট পিঁয়াজের রস বারংবার মালিস করিলে সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হইবে।

মৌমাছি কামড়াইলে গুড় বা মধু লাগাইলেই সুস্থ হইবে।

নীচের ঔষধ দুইটী অতি অবশ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিবে, সাপ ব্যতীত যে কোন কামড়ানর ইহার অপেক্ষা উত্তম ঔষধ আর নাই—ইহার ব্যবহারে সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা, যন্ত্রণা ও ফোলা নিবৃত্তি হইবে।

বকুল বীজ ও ফট্‌কিরী

বকুল বীজ (অভাবে বকুল ছাল) জলসহ পাথরে ঘসিয়া চন্দনবৎ হইলে—দষ্ট স্থানে লাগাও—তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হইবে।

ফট্‌কিরী একখণ্ড চিমটা দ্বারা ধরিয়া—আগুনের বা প্রদীপের শিষে ধর—গলিয়া উঠিবে। দষ্ট স্থানে ছাঁকা দাও—**কাঁকড়া বিছার** প্রাণবিয়োগী যন্ত্রণাও—তৎক্ষণাৎ নিবৃত্তি হইবে। পুনঃপুনঃ ছ্যাঁকা দিবে। ভয় করিও না। কোন অনিষ্ট হইবে না—ইহা বারংবার পরীক্ষিত মহৌষধ।

হাতে শুঁয়া বা বিছুটি লাগিলে—

শুঁয়া পোকা লাগিলে—বাঁশপাতারি ঘাসের রস বা পুঁই পাতার রস মাখাইলে উপকার হয়। ডুমুরের পাতার উল্টা পিট দিয়া ঘসিয়া শুঁয়া তুলিয়া দাও—তারপর চূণ মাখাও।

বিছুটি বা আলকসি লাগিলে—গোবর মাখাইলেই উপকার পাইবে।

উপরে যে কয়টি বলা হইল সবই কার্য্যকরী জানিবে।

সর্পাঘাত।

প্রতিকার—দষ্ট স্থানের ৪ আঙ্গুল উপরে খুব কসিয়া তাগা বাঁধিবে। ছুরি দ্বারা দষ্ট স্থান চিরিয়া দূষিত কালো রক্ত বাহির করিয়া দিয়া উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা দুইবার পোড়াইয়া দিবে। জয়পালের বিচি ঘসিয়া লাগাইয়া দিবে—অথবা Permanganate of Potash (একরকম বেগুনি রংয়ের গুড়া ঔষধের দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়—একটি রোগীর পক্ষে এক আনার ঔষধই যথেষ্ট) চেরা জায়গায় বেশ করিয়া ছড়াইয়া দিবে।

ঈশের মূল ও পাতা বাটিয়া দিলেও উপকার হয়।

হুঁকার জলে দু' আনা শ্বেত করবীর শিকড় কিম্বা হুঁকার জলে শ্বেত জবার মূল দু' আনা মাত্রায় বাটিয়া খাওয়াইলে উপকার হইবে।

যাহাকে সাপে কামড়াইয়াছে তাহাকে আধ পোয়া সরিষার তৈল খাওয়াইয়া দিবে। রোগীর মস্তকে ঠাণ্ডা জলের ধারা দিতে থাকিবে। যতক্ষণ রোগীর চক্ষু সাদা এবং শরীর স্বচ্ছন্দ বোধ না করিবে ততক্ষণ ধারাণি দেবে। এই ঔষধটি ৺গুরুদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরীক্ষা করিয়া বঙ্গবাসীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

গোটা দশেক ঘলঘষের (দ্রোণ পুষ্পের) পাতা ২॥ টী গোলমরিচের

সহিত বাটিয়া—সর্প দষ্ট ব্যক্তিকে খাওয়াইয়া দিলে—কিম্বা গিলিবার শক্তি না থাকিলে নাকের ভিতর পিচকারী করিয়া দিলে সর্প দষ্ট ব্যক্তি আরোগ্য হইবে। এক ঘণ্টা অন্তর দুইবারের অধিক প্রয়োগের আবশ্যক হইবে না।—কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রচারিত।

সাপের কামড়ানর এখনও অব্যর্থ ঔষধ জানা যায় নাই। সুতরাং এ বিষয়ে বেশী কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। ওঝা ডাকা ভাল—আমি স্বচক্ষে অনেক রোগীকে ওঝার দ্বারা আরাম হইতে দেখিয়াছি। ভাল ওঝা হইলে রোগী অনেক সময়ই রক্ষা পায়। কিন্তু সাবধান, যেন বাঁধনটা তাড়াতাড়ি খুলিতে দিও না।

সাপের কামড় ও বিছার কামড়ের প্রভেদ—

অনেক সময় বিছার কামড় ও সাপের কামড়ের প্রভেদ বুঝিয়া উঠা শক্ত হয়—এই বিষয় লক্ষ্য করিলেই প্রভেদ বুঝিতে পারিবে—সর্প দংশন যেরূপ বৃহৎ ও গভীর হয়, বৃশ্চিক দংশনাঘাত তদ্রূপ গভীর হওয়া অসম্ভব। বিছা কামড়াইলে দন্তাঘাত শীঘ্রই মিলাইয়া যায়, সাপে কামড়াইলে দষ্ট স্থানের চারি পার্শ্ব নীলাভ হয় এবং তাহা অল্প পরিমাণে ফুলিয়া উঠে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাহা আবার কমিয়া যায়। বিছা কামড়াইলে শীঘ্রই সেই স্থান ফুলিয়া উঠে এবং তাহার চতুর্দ্দিকে লাল হইয়া থাকে।

নেশায় বিপদ

অনেক সময় নেশা বেশী হইয়া বিপদ উপস্থিত হয়।

সিদ্ধি—খাইয়া বেশী নেশা উপস্থিত হইলে—তেঁতুল গুলিয়া খাওয়াও, কাঁঠালের পাতার রস খাওয়াও, জল গরম করিয়া বগলে, শিরদাঁড়াও, ঘাড়ে, গামছা ডুবাইয়া সেক দাও; মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢাল; চোখে মুখে জলের ঝাপটা দাও, বরফ পাইলে মাথায় বরফ দাও। বাতাস কর; ঘুমাইয়া পড়িলে জাগাইও না। দুধ, মিষ্টি, পান—খাইতে দিও না। ঠাণ্ডা জল খাওয়াও।

অজ্ঞান হইয়া পড়িলে—Sal volatile খেতে দাও। ২০ ফোঁটা এক ছটাক জলে দাও। ইহা উত্তেজক ঔষধ।

গাঁজা চরস প্রভৃতি ধোঁয়ার নেশায়—বেশী নেশা হইলে—খুব এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াও; মাথা বেশ করিয়া ধুইয়া দাও, মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালিতে থাক, রোগীকে স্থিরভাবে শোয়াইয়া রাখ; ঘুম পাইলে জাগাইও না।

গুপারী খাইয়া মত্ততা জন্মিলে ঠাণ্ডা জল খাইলে অথবা গোবরের ঘ্রাণ লইলে সুস্থ হইবে।

ধুতুরায়—চিনির সহিত ছটাকখানেক দুগ্ধ পান করিলে সুস্থ হইবে।

মদ—খাইয়া অত্যন্ত বেশী নেশা হইলে—বমি করাও, রোগীকে শোয়াইয়া রাখ; ঠাণ্ডা জল খেতে দাও, বাতাস কর। শিরদাঁড়ায়, কোষে বা পায়ের তলায় বরফ বা ঠাণ্ডা জল দাও।

আফিং, গুলি, চণ্ডু—আফিংয়ের বিষ ক্রিয়ার ন্যায় চিকিৎসা। (কাঁচা আফিংয়ে বমি করাও) কড়া চা, কফি খেতে দাও; চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দাও। ঘুমাইতে দিও না। বিষ ক্রিয়ার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।